পণ্ডিতমূর্খপ্রহসন

বা

নাটক।

THE

Wise Without Wisdom,

A COMEDY.

নৃণাস্তু দ্বে সুমতিকুমতী সম্পদাপত্তিহেতূ,
বৃদ্ধা যুনা সহ পরিচয়াৎ ত্যজ্যতে কামিনীভিঃ।
স্ত্রী পুম্বচ্চ প্রভবতি গৃহে তদ্ধি গেহং বিনষ্টং,
এবোগোত্রে স ভবতি পুমান যঃ কুটুম্বং বিভর্ত্তি।

Edited by a Famous Senseless Wise Youth of
Navadvipa.

নবদ্বীপবাসী
শ্রীব্রহ্মব্রত "সামাধ্যায়ী-সরস্বতী" ভট্টাচার্য্য
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

Printed by Sarachchandra Deva
at the Vina Press,—37 Machuabazar Street,—Calcutta.

১২৮৮

ভূমিকা।

কলিকাতাস্থ বঙ্গরঙ্গভূমি বা বেঙ্গল থিয়েটরে অভিনয়ার্থ, তত্রত্য অধ্যক্ষের মৃত বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের প্রার্থনায় আমি তাঁহার অভিরুচিমত কতিপয় নাটক প্রণয়ন করিয়া পাঠাইয়া দি। সর্ব্বপ্রথমে "পণ্ডিতমূর্খপ্রহসন বা নাটক" তৎপরে "গন্ধর্ব্ববনিতা বা কীচকবধ" তৎপরে "দ্রৌপদীর চিতারোহণ বা দুর্য্যোধনবধ" নামে নাটক প্রস্তুত করা হয়। এইরূপে ক্রমশঃ তিন খানি নাটক প্রস্তুত করিয়া (মুদ্রিত না করিয়া) হস্তলিখিত আদর্শই তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। মৃত শরৎ বাবু সেই তিন খানির মধ্যে পণ্ডিতমূর্খ ও গন্ধর্ব্ববনিতা এই দুই খানি নাটক পুনঃপুনঃ অভিনয় করিয়া দর্শকগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া গিয়াছেন। বোধ হয়, তিনি আর কিছু দিন জীবিত থাকিলে শেষের খানিও সাদরে অভিনয় করিতেন।

যাহা হউক, সম্প্রতি কতিপয় জীবন্ত কবির পরামর্শে এবং কতিপয় কলিকাতাস্থ বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে পণ্ডিতমূর্খ নাটক খানি (The Wise without Wisdom) মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। যাহারা এই নূতন প্রকার হাস্যরসার্ণব নাটকের একবারও অভিনয় দেখিয়াছেন, এই নাটক পাঠে তাঁহাদের চিত্তাকর্ষণ অবশ্যই ভরসা করিতে পারা যায়। কিন্তু যাঁহারা কলিকাতায় ইহার অভিনয় দেখেন নাই, সেই সকল মহোদয়গণেরও যদি এই নাটক পাঠে চিত্তাকর্ষণ বা অন্ততঃ চিত্তরঞ্জনও হয়, তবেই জানিব, আমার সকল শ্রম সফল হইল। ইতি সন ১২৮৮,—১লা ভাদ্র।

গ্রন্থকারস্য

নবদ্বীপ

নাট্যোল্লিখিত।

পুরুষগণ।

রাজা বিক্রমাদিত্য	উজ্জয়িনীপতি।
সুদর্শন	রাজমন্ত্রী।
কালিদাস	নবরত্ন সভার এক জন প্রধান কবি।
বররুচি	নবরত্ন সভার এক জন দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি।
কঞ্চুকী	বৃদ্ধ মন্ত্রী।
রক্ষ	আগন্তুক এক জন রাক্ষস।
নৈয়ায়িক	১ম বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতমূর্খ।
বৈদান্তিক	২য় বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতমূর্খ।
কবিরাজ	৩য় বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতমূর্খ।
জ্যোতিষী	৪র্থ বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতমূর্খ।
দণ্ডবক্তি	৫ম বঙ্গদেশীয় একজন ছাত্র।
নিদ্রাদিত্য	পণ্ডিতমূর্খগণের ভৃত্য।

প্রহরিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

ভানুমতী	রাজা বিক্রমাদিত্যের পট্টমহিষী।
প্রিয়ংবদা সুরূপা	পট্টমহিষীর প্রিয়সহচরীদ্বয়।
উর্ব্বশী তিলোত্তমা	স্বর্গবেশ্যা বা নর্ত্তকীদ্বয়।

অন্যান্য সহচরী, চামরব্যজনকারিণী, তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী প্রভৃতি।

পণ্ডিতমূর্খপ্রহসন।

প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উজ্জয়িনী নগরী, রাজবাটী।

(মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভা)

কর্ণ। মহারাজ। এক্ষণে তবে উপায়? আজি ত সপ্তম দিবস। আজ যদি যক্ষ, সভায় আগমন করে, স্বীয় প্রশ্নগুলীর যথাস্থিত উত্তর না [illegible] ন, না হইলেই ত দেখ্‌চি সাক্ষাৎ বিপদ—আয়ুষ্মন্! কেবল বিপদেই [illegible] হতে হবে এমন না, মহারাজের এই কীর্ত্তিস্বরূপ নবরত্ন সভারও [illegible]চিরকলঙ্ক হবে, এও কিছু সামান্য আক্ষেপের বিষয় নয়।

বিক্র। আর্য্য কণ্ঠ কিন। আমিত চিন্তা করে কিছুই স্থির কত্তে [illegible]চ্চিনে। (ক্ষণেক চিন্তা) উঃ (দীর্ঘনিঃশ্বাস) তবে কি আজ আমাদের বিপদ নিকটস্থ। তবে কি আজ আমার মান, সম্ভ্রম ও কীর্ত্তি একেবারে জগৎ হতে বিলুপ্ত হবে? অহো কি কষ্ট। ধিক্ আমাকে [illegible]ক এমন নবরত্ন সভাকেও। (কাজোড়ে নবরত্নের প্রতি) কালিদাস ররুচি, মিহির, ঘটখর্পর, প্রভৃতি নবরত্নগণ! আপনারা এখনও মান সম্ভ্রম রক্ষার উপায় চিন্তা করুন, অন্যথা কেবল যক্ষদ্বারা বিপদ [illegible]পাত শঙ্কা হবে, এমন না, হয়ত অবশেষে, আপনাদের সাগরগর্ভে প্রবেশ কর্‌বার সময় উপস্থিত হবে।

কালি। মহারাজ! আপনি কিছুমাত্র চিন্তা কর্‌বেন না। কালিদাস, যদি [illegible]ক কালীর দাস হয়, তা হলে নিশ্চয় জানবেন, যক্ষ [illegible] সভায় হর্ষমুখে প্রবিষ্ট হোয়ে, বিষন্নমুখে প্রস্থান কর্‌বে।

নেপথ্যে। সর্ব্বস্য দ্বে ১ বৃদ্ধোযূনা। ২
স্ত্রীপুম্বচ্চ ৩ একোগোত্রে। ৪

সুদ। রাজন্! ঐ, ঐ শুনুন্, সেই দুর্বৃত্ত যক্ষ, সভায় প্রবিষ্ট হোচ্চে! (ভয়ের অভিনয়)

কালি। মন্ত্রিন্! তার জন্য চিন্তা কি ? কেন আপনি ভীত হচ্চেন ? শত যক্ষ এলেও মহারাজের এই নবরত্ন সভা ভীত হবার নয়।

(যক্ষের প্রবেশ ও বেগে ইতস্ততঃ পাদ প্রক্ষেপ)

যক্ষ। (গভীরস্বরে) রাজন। স্মরণ আছে, আজ আমার শেষ দিন, আজও যদি কেউ আমার প্রশ্নগুলির রীতিমত উত্তর না দেয়, তা হলে, আমি এই সভাস্থিত লাঙ্গুলবিহীন মোটা ২ পশুগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা, একটাকে ভক্ষণ কর্‌বো।

কালি। হা ধিক্! কেন আর বৃথা আস্ফালন করে স্বীয় দুর্বৃত্ততার পরিচয় প্রদান কচ্চিস্? দেখ্, এতদিন মহারাজের এই নবরত্নসভা, একটি সামান্য রত্নের অবর্ত্তমানে স্বরূপশূন্য হোয়েছিল, সেই জন্য তোর প্রশ্নগুলির উত্তর হয় নি। এক্ষণে সেই এই সভা, নবরত্নে পূর্ণ, সুতরাং "নবরত্নসভা" এই নামের যোগ্য হয়েছে, অতএব এখন বল্, তোর্ কি কি প্রশ্ন আছে ?

যক্ষ। (স্বগত) হুঁ—হুঁ—হুঁ—বড় আস্ফালন কচ্চো ? কিন্তু যদি, যথাস্থিত উত্তর না হয়, তা হলে, তুমিই দেখ্‌চি আমার প্রথম গ্রাস হবে।

কালি। যক্ষবর! কেন, এখন মোন হয়ে চিন্তা কর্‌বার আর আবশ্যক কি ? প্রশ্ন কর।

যক্ষ। না, না, আর কিছু নয়, তবে—আমি এই চিন্তা কচ্চি, যে,

তুমি যেরূপ আস্ফালন কচ্চো, তাতে, অবশেষে তোমাকেই ত দেখ্‌চি ভক্ষণ করা উচিত,—কিন্তু—(হাস্য)

কালি। কিন্তু আবার কি? বেশ্‌ত, তোমার প্রশ্নগুলির প্রকৃত উত্তর না হয়, ক্ষতি কি, আমাকেই না হয় পঞ্চগ্রাসী কোরো।

যক্ষ। ওহে? কিন্তুর একটু তাৎপর্য্য আছে; তাৎপর্য্যটা হচ্চে কি,—তুমি যেরূপ অর্ব্বাচীন, তাতে তুমি পঞ্চগ্রাসী হবারও যোগ্য নও যেহেতু পঞ্চগ্রাসী কল্লে যে. সকল উদরস্থ হবে না? সুতরাং পঞ্চগ্রাসীর পর ভক্ষ্য হতে পার বটে কিন্তু এদিকে তোমার শরীরটী দেখ্‌চি একজন নিকৃষ্ট জাতির ন্যায় অতি কদাকার, সুতরাং এ অবস্থায় এমন ২ সুন্দর ২ কোমলাঙ্গ লাঙ্গূলবিহীন পশুগণের মাংসাস্বাদনের আশা ত্যাগ করে, ক্রোধপরবশ হোয়ে, কিরূপেই বা তোমাকে ভক্ষণ করে ফাকি পড়্‌বো? তাই ভাব্‌চি।

রাজা। অরেরে দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষসাধম যক্ষ? এত আর গৌরবে আবশ্যক নাই। এক্ষণে তোর্ প্রশ্নগুলি কি, পাঠকরে শ্রবণ করা।

যক্ষ। (গভীরস্বরে) তবে শ্রবণ কর্। ওহে অহঙ্কারীবত্ন! শীঘ্র ত্বরে উত্তর কর। প্রথম প্রশ্ন,—

"সর্ব্বস্য দ্বে" ?—

কালি। "সুমতি কুমতী, সম্পদাপত্তিহেতু।

যক্ষ। ভাল, তবে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটা শীঘ্র কর।

"বৃদ্ধোযূনা" ?

কালি। "সহপরিচয়াৎ ত্যজ্যতে কামিনীভিঃ" ?

যক্ষ। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! দ্বিতীয় প্রশ্নেরও দেখ্‌চি যথার্থই উত্তর কল্লে?

কালি। কৈ? যক্ষবর। আর যে প্রশ্ন কচ্চো না?

যক্ষ। পণ্ডিতজী? এবার আর বড সহজ নয়, তৃতীয ও চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর কর্ত্তে পাল্লেই জান্‌বে (অঙ্গুলিদ্বয নিদ্দেশপূর্ব্বক) বড বড ছুটো ফাঁড়া কেটে গেলো। আচ্ছা, বল্ দেখি,—

"স্ত্রী পুম্বচ্চ"—

কালি। "প্রভবতি গৃহে, তদ্ধি গেহং বিনষ্টম্"।

যক্ষ। আচ্ছা (ভযানক চীৎকারপূর্ব্বক) এইবার বলত,—

"একো গোত্রে"—

কালি। স ভবতি পুমান্ যঃ কুটুম্বং বিভর্ত্তি।

[যক্ষর বেগে পলায়ন]

(রাজার বেগে উত্থান এবং কালিদাসকে আলিঙ্গন দান)

রাজা। (যুক্তকরে) নবরত্ন শ্রেষ্ঠ কালিদাস। তুমি যথার্থই সরস্বতীর পুত্র। কালিদাস। তোমাকে ধন্য, যে তোমার ন্যায অমূল্য রত্নকে জন্মিবা মাত্র আলিঙ্গন করেছে। দেব। সত্য বলচি, আজ আমি এত দিনে নিজের আত্মাকেও ধন্যবাদের যোগ্য বিবেচনা কচ্চি, কারণ, তোমার ন্যায সাক্ষাৎ বৃহস্পতি, আমার সভা, প্রত্যহ উজ্জ্বল করে থাকেন, একি অল্প সৌভাগ্যের বিষয। যাহোক্, কবিবর। এক্ষণে ঐ মাংসাশী যক্ষকৃত প্রশ্নগুলির এবং তোমার উত্তরগুলির অর্থ বিশদরূপে বিবৃত করে সভাস্থ সাধারণ জনগণকে পরিতৃপ্ত কর।

কালি। নরনাথ। আপনি, আপন আসন গ্রহণ করুন, আমি সমস্তই বিশদরূপে বিবৃত কচ্চি।

(রাজার সিংহাসনে পুনঃ উপবেশন)

রাজা। কবিবর! এখন তবে বল।

কালি। যে আজ্ঞে, তবে শ্রবণ করুন। যক্ষ, প্রথম প্রশ্ন করে, "সর্ব্বস্য দ্বে"—অর্থাৎ সে, জিজ্ঞাসা কল্লে, 'সর্ব্বসাধারণের দুই কি?' তাতে আমি উত্তর দিলেম্, সম্পদ্ ও বিপদের হেতু সুমতি ও কুমতি এই দুই।

রাজা। (শিরঃকম্পন) চমৎকার উত্তর। কবিবর! তার পর?

কালি। রাজন! তারপর সে, দ্বিতীয় প্রশ্ন কল্লে—'বৃদ্ধোয়ুনা' অর্থাৎ যুবাপুরুষের সহিত সঙ্গ হোলে, বৃদ্ধের কি দশা হয়?

রাজা। উঃ কি ভয়ানক প্রশ্ন।

কালি। আজ্ঞে হা, তারপর আমি তার উত্তর দিলেম্, অসতী যুবতী কামিনীর যদি যুবা উপপতির সহিত সঙ্গ হয়, তা হলে, বৃদ্ধ উপপতি পরিত্যক্ত হয়।

রাজা। বাঃ, কি চমৎকার উত্তর! তার পর?

কালি। তারপর মহারাজ, দুষ্ট, তৃতীয় প্রশ্ন এই কল্লে যে, 'স্ত্রী পুরুষচ্চ'—অর্থাৎ স্ত্রী যদি পুরুষের ন্যায় হয়, তা হলে? আমি উত্তর কল্লেম্, তা হলে, সে গৃহ উচ্ছন্ন যায়।

রাজা। যথার্থ, তার আর সন্দেহ কি? তার পর চতুর্থপ্রশ্নটা কিরূপ হলো?

কালি। আজ্ঞে তার পর, চতুর্থপ্রশ্নটা এই হোলো যে, 'একে-গোত্রে'—অর্থাৎ বংশের মধ্যে প্রধান কে? আমি তার উত্তর দিলেম, যে, পরিবার ও কুটুম্বাদির অকাতরে ভরণ পোষণ করে, সেই পুরুষই বংশের তিলক।

রাজা। (সাহ্লাদে শিরঃ কম্পনপূর্ব্বক) অতীব যথার্থ।

(লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ একজন স্বীয় পরিবারঘাতী দণ্ড্যব্যক্তি সমভিব্যাহারে দুইজন রাজপুরুষের প্রবেশ)

রা—পু। মহারাজের জয় হউক। মহারাজ! এই ব্রাহ্মণাধম,

অসিদ্বারা আপন সমস্ত পরিবার বর্গকে নষ্ট করে, স্বয়ংও আত্মঘাতী হবার উদ্যোগ কচ্ছিল, তাই একে, মহারাজের সভায় উপস্থিত কল্লেম্।

রাজা। (চমকিত হইয়া) সেকি! আমার রাজ্যে এরূপ ঘটনা হলো! কি সর্ব্বনাশ! ব্রহ্মহত্যা! মন্ত্রিবর!—

স্নদ। মহারাজ!—

রাজা। জিজ্ঞাসা কর, এ, কি কারণে এরূপ কার্য্য করে?

স্নদ। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য! (দণ্ড্যব্যক্তির প্রতি) ওহে ব্রহ্ম বন্ধু! তোমার নাম কি?

ব্রাহ্ম। আমার নাম নাই। আমার স্পর্শ নাই। আমার রূপ নাই। আমার রস নাই। আমার গন্ধ নাই। আমার গোত্র নাই। আমার ধর্ম্ম নাই। আমার অধর্ম্ম নাই। আমার ঈশ্বর নাই। আমার অনীশ্বর নাই। আমার আমি নাই। আমার তুমি নাই। আমার এ নাই। আমার সে নাই। আমার এও নাই। আমার কেও নাই। আমি নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরংব্রহ্ম।

রাজা। একি, ক্ষিপ্ত নাকি?—ওহে ব্রাহ্মণ! তুমি যদি বাস্তবিক এমনিই জ্ঞানী, তবে পরিবার বর্গকে বধ কল্লে কেন?

ব্রাহ্ম। (বিকট হাস্য) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

স্নদ। ওকি তুমি প্রকৃত উত্তর দাওনা! ওরূপ বিকট হাস্য দ্বারা আত্মদোষ গোপন কল্লে আর কি হবে।

ব্রাহ্ম। (হাস্য করিতে২) বলি, উত্তর আর কি দেব! আমি যে এখন মুক্ত পুরুষ। হাঃ হাঃ হাঃ (হাস্য) অবশ্য এবল্‌তে পারি, "আমি চৈতন্য" যখন মায়াতে উপহিত হোয়ে সংসারীর ন্যায় হোয়ে ছিল তখন সেই মায়া মুগ্ধ জীবচৈতন্য দ্বারা একার্য্য সম্পন্ন হয়। এখন আর সেই নরঘাতক জীবচৈতন্য কোথায়; যে, তোমাদের

কথার উত্তর দেবে। আহা! সে যে এখন অসিরূপী ব্রহ্মের সাহায্যে পরিবার বর্গরূপী সংসারকে নষ্ট করে, মুক্তিলাভ পূর্ব্বক পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হোয়েছে (নৃত্য ও হাস্য) "সোহং ব্রহ্মাস্মি, তৎত্বমসি, সোসাবাদিত্যো সোহহমস্মি, ঋতং সত্যং আনন্দ মমৃতম্' [বিকট হাস্য]

সুদ। মহারাজ! এত সম্পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানী বলে বোধ হচ্চে, অথচ এতে ক্ষিপ্ততাও আছে দেখ্‌চি। হাঃ ধিক্,—(ক্ষণৈকচিন্তা পূর্ব্বক কর জোড়ে) আমিত এর কিছুই মর্ম্মোদ্‌ঘাটন কত্তো পাল্লেম্ না।

রাজা। কবিবর! আপনি কিছু এর মর্ম্ম অবগত হোয়েছেন?

কালি। রাজন্! আমি বোধ হয় এর সম্পূর্ণ মর্ম্মই গ্রহণ করেছি। যাহোক্ এক্ষণে, এই ব্রাহ্মণকে যত্নসহকারে সেবা শুশ্রূষা দ্বারা প্রকৃতিস্থ কত্তো, অনুচরগণকে আদেশ হলে ভাল হয়। আমি তারপর সমস্তই মহারাজকে নিবেদন কচ্চি।

রাজা। ভাল, তাইহোক্। (মন্ত্রির প্রতি দৃষ্টিপাত)

সুদ। ওহে রাজপুরুষগণ! তোমরা একে, এখন এখান হতে লয়ে যাও।

রা—পু। যে আজ্ঞা। (প্রণাম ও প্রস্থানোদ্যম)

সুদ। আর দেখ, এঁর ভালকরে সুশীতল দ্রব্যাদি সেবন দ্বারা শুশ্রূষা কর। যতদিন মহারাজের দ্বিতীয় আদেশ প্রাপ্ত না হও, তাবৎকাল এঁকে কদাচ পরিত্যাগ করো না।

রা—পু। যে আজ্ঞে, রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য।

(রাজ পুরুষ দ্বয়ের দণ্ড্যব্যক্তিকে লইয়া প্রস্থান)

কালি। রাজন্! এখন বলি, শ্রবণ করুন। এব্যক্তি একজন বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতমূর্খের ছাত্র। সর্ব্বদাই বেদান্ত শাস্ত্রের আলোচনা করে থাকে। একদিন "জ্ঞানরূপী অসিদ্বারা সংসার বন্ধন চ্ছেদন কর্ত্তে

পাল্লেই মুক্ত হওয়া যায়' এই বৈদান্তিক উপদেশ চিন্তা কর্ত্তে২ বোধ হয়, এই স্থির করে, যে, যখন জগতে বৈদান্তিক মতে জ্ঞান স্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু পদার্থই নাই, তখন জ্ঞানরূপী অসিব অর্থ অসিরূপী জ্ঞান—অর্থাৎ ব্রহ্ম। অতএব এই অসিরূপী ব্রহ্মদ্বারা সংসারকে অর্থাৎ স্বীয় পরিবার বর্গকে বধ কর্ত্তে পাল্লেই মুক্ত হওয়া যায়। এইরূপ স্থির কোরে, পরিবার বর্গকে অসিদ্বারা বধ করেছে। রাজন! আমার বিবেচনাতে এইরূপ বোধ হচ্চে

বররুচি। অবশ্য, এ হতে পারে। এই অভিপ্রায়ই বটে, নতুবা সভামধ্যে আপন মুখেই ওরূপ কথা ব্যক্ত করবে কেন।

রাজা। কিরূপ কথা?

বর। কেন, স্পষ্টইত বলেছে, যে, আর সেই নরঘাতী জা- চৈতন্য কোথায়, যে, তোমাদের কথার উত্তর দেবে, আহা, সে এখন অসিরূপী ব্রহ্মের সাহায্যে পরিবার বর্গরূপী সংসারকে নষ্ট করে মুক্ত হয়েছে. (অন্যান্য রত্নাদের প্রতি) কেমন আপনারা ও এইরূপ শ্রুত হয়েছেন ত।

সকলেই। হাঁ, এইরূপই বলেছিল বটে। এইরূপই বটে।

রাজা। (হাস্য) কি আশ্চর্য্য! এক্ষণে আমার হৃদয়ে হর্ষ, অদ্ভুত ও করুণা একদা রসত্রয়ের আবির্ভাব হচ্চে। আহা ব্রাহ্মণ তবে বাস্তবিকই উন্মাদ হোয়েছে দেখছি। হাঃ কি। (ক্ষণৈকচিন্তাতে) কেমন কবিবর! এরূপ পণ্ডিত মূর্খ কি, বঙ্গদেশে আছে।

কালি। (মৃদু২ হাস্য পূর্ব্বক) রাজন্! আপনি শ্রবণ করে, বিস্মিত হবেন! এ ব্যক্তি এত একজন বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতমধ্যের ছাত্র।

রাজা। বল কি কালিদাস! তবে কি, বঙ্গদেশে পণ্ডিত মধ্যে অধ্যাপকও আছেন।

কালি। (হাস্যসহ) হু হুঃ হুঁ, আজ্ঞে তাওকি একজন্, না, দুজন—সেখানকার কেমন অনির্ব্বচনীয় জলবায়ুর গুণ, যে, প্রায় পৌনেষোল আনা অধ্যাপকই এইরূপ পণ্ডিতমূর্খ হোয়ে থাকেন।

রাজা। মন্ত্রিবর! তুমি এক মাসের মধ্যে এইরূপ পণ্ডিতমূর্খ ন্যূন চারিজন আমার সভায় উপস্থিত কর্ব্বে, কিন্তু চারিজনই সমান শাস্ত্র ব্যবসায়ী না হয়, আর এর ন্যায় ব্রহ্মঘাতী না হয়।

সুদ। (করজোড়ে) নরনাথ! এ আদেশ যে, আমার পক্ষে বিষম হলো। আমি পণ্ডিত বর্গের মধ্যে কিরূপে পণ্ডিত মূর্খের নির্ব্বাচন করবো। দেব! যে পণ্ডিত, সে কি কখনো মূর্খ হয়, না, যে মূর্খ, সেও কি কখনো পণ্ডিতপদ বাচ্য হয় সুতরাং পণ্ডিত-মূর্খ শব্দই যে মূলে অশুদ্ধ।

রাজা। (ঈষৎ ক্রোধে) কি, রাজাজ্ঞা অমান্য।

সুদ। (করজোড়ে কাঁপিতে২) আজ্ঞে না নরনাথ! রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য। (প্রণাম)

কঞ্চু। আয়ুষ্মন্! আজ মহিষী মহারাজকে বিবিধ ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা প্রদর্শন করাবেন কথা ছিল, তারত সময় অতীত হোয়েছে, অতএব এক্ষণে একবার অন্তঃপুরে যাওয়া উচিত না?

রাজা। আর্য্য কঞ্চুকিন্! তা আবার জিজ্ঞাসা। এখনই যা যা উচিত। চলুন তবে। মহিষী আমার যে অভিমানিনী হয়ত সকল আমোদই নষ্ট হবে। [ক্ষণৈক চিন্তান্তে] ভাল, তারও উপায় কচ্চি।

নেপথ্যে সভ ভঙ্গ সূচক বাদ্য ও রাজ প্রশস্তিবর্ণন।

সভাভঙ্গ। সকলের প্রস্থান॥

(পট পরিবর্ত্তন)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজ অন্তঃপুর।

মহিষী ভানুমতীর বিলাস গৃহ।

ভানুমতী চেটীগণের সহিত উপবিষ্টা।

প্রিয়ংবদা। সখি ভানুমতি! আর কেন ভাই, ক্রীড়া আরম্ভ করে দেও না। সময় ত অতীত হয়েছে।

স্বরূপা। না, তাও কি হয়। আজ মহারাজ যে আসবেন। বোধ হয় আর বিলম্ব নেই, এই এলেন বলে।

ভানু। সখি প্রিয়ংবদে। আজ মহারাজকে কিন্তু জব্দ কর্ত্তে হবে।

প্রিয়ং। তা, একবার কেন, জব্দ বোলে জব্দ করবো, একেবারে নাকের জলে চোকের জলে কর্ব্বো। দেখতো একবার আসতে ত দাও।

স্বরূ। দেখ, শুদ্ধ যোগিনীবেশে থাকলে হবে না, এই বেশে মান করে বসে থাকতে হবে।

(নেপথ্যে পদশব্দ)

প্রিয়ং। ঐ—ঐ—আসচেন বুঝি।

কঞ্চুকী ও দুইজন পরিচারিণীর সহিত মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবযোগীর বেশে প্রবেশ সখীগণের উত্থান ও অভ্যর্থনা।

সখীগণ। মহারাজের জয় হোক। [বাসলে পর]

কঞ্চু। কৈ, মহিষী যে অদ্ভুত ইন্দ্রজাল দেখাবেন বলে ছিলেন তারত কিছুই আয়োজন দেখচিনে। মহিষী যে দেখচি যোগিনীবেশে মানকরে, মৌনী হয়ে বসে আছেন। কি সর্ব্বনাশ! তবেই ত হয়েছে, এমান ভাঙ্গান সহজ নয়, মহারাজ তুমি যোগীবেশই ধর বা ফকীর বেশই ধর, কিছুতেই পারবে বলে বোধ হয় না।

প্রিয়ং। মহারাজ! সখী ভানুমতী ইন্দ্রজাল দেখাবেন আর কি, এক্ষণে অভিমানে প্রাণাহুতি যজ্ঞ কর্‌বেন বলে মৌন হয়ে বসে আছেন।

রাজা। সে কি, সে কিরূপ।

সখীগণ। তবে শুনুন, বলি।

গীত

প্রাণাহুতি যজ্ঞ করেন রাই, লহ তাঁরি নিমন্ত্রণ।
আপনি কর্ত্তা হোয়ে সম্মুখে দাঁড়াও গিয়ে,
দুখিনীর যজ্ঞ কর সমাধান।
যজ্ঞেশ্বর বিহনে কে করে যজ্ঞ সমর্পণ।
নব যোগিনীর বেশে মৌনভাবে আছেন যজ্ঞ বেদিতে বসে,
সমিধ আপনারই অঙ্গ।

রাজা। সখিগণ! তোমাদের সখী ভানুমতী আমার এই যোগীবেশ কি দেখ্‌চেন না? আমি যে এক্ষণে কাশীধামে যোগীবরের নিকট যাবার জন্য যোগীবেশ ধারণ করে বিদায় নিতে এসেছি। সুতরাং আর আমি কিরূপে নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর্ত্তে পারি। বরং এক্ষণে তোমাদের রাইকিশোরীকে বল, আমাকে তিনি যেন একেবারে বিদায় দিন; আমার বিদায় নিতে আসবার জন্যই এত বিলম্ব হোলো।

ভানু। [উত্থিত হইয়া কাঁপিতে২] হাঃ বিক্! বলিয়া সখীর পতন।

মহারাজ। [ভানুমতীর প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক স্তম্ভিত হইয়া।]

গীত

মনে করি যাবো কাশী, মনে২ অভিলাষী,
দুকূল ছাড়িলাম আমি, মাঝামাঝি মাঝি তুমি,
পড়েছি তরঙ্গেকালী না জানি সাঁতার!
তোমারি ভরসা কালী তুমি কর্ণধার।
শিবে আমায় কবে করিবে পার।

কঞ্চুকী। বাঃ আজকে এও একপ্রকার অদ্ভুত ইন্দ্রজাল বটে। দ্বাপরে পুরুষকে স্ত্রীলোকের মান ভাঙ্গাতে হয়েছিল এখন দেখচি কলিতে স্ত্রীলোককেই পুরুষের মানভাঙ্গাতে হবে।

প্রিয়ংবদা। [করজোড়ে কঞ্চুকীর প্রতি হাসিতে ২] আজ্ঞা। বলি, সখী ভানুমতীরও যন্ত্র হোলো। মহারাজেরও ত দেখ্‌চি কাশী যাওয়া হোল, এখন তবে আমরাও একবার আমাদের মনের সাধ মিটিয়ে নি।

সখীগণের উচ্চস্বরে গীত।

তুমি রাজকন্যে ত্রিজগৎ মান্যে,
একবার ব্রহ্মময়ীর বেশে, রাইগো দাঁড়াও এসে,
নবযোগীর বামেতে।
আমরা অষ্টসখী মেলী, দিবগো করতালী,
আমরা হবোগো অষ্ট নায়িকে,
দিয়ে সচন্দন বিল্বদল, গঙ্গাজল,—
দিয়ে পূজ্‌বো মনের আনন্দে।
হরগৌরীরূপ পাদপদ্ম দ্বন্দে, দিয়ে নির্ম্মল

গঙ্গাজল চন্দন বিল্বদল, পূজ্‌বো মনের আনন্দে,
শিবদুর্গারূপ দর্শনে বড়, বাঞ্ছা আছে মনেতে।

(এই গীত গাইতেং সখীরা ভানুমতীকে লইয়া রাজার বামেতে দাঁড় করাইয়া বেষ্টনপূর্ব্বক নৃত্য ও করতালি দিবে।)

কঞ্চু। (হাস্য) বটে, এও এক প্রকার ইন্দ্র জালই বটে, (ভানুমতীর প্রতি) যা হোক্, এক্ষণে আরো কিছু আছে, না এই পর্য্যন্তই?

ভানু। আর্য্য কঞ্চুকিন্ (লজ্জাভিনয়—অধোবদন)

রাজা। (ভানুমতীর স্কন্ধে বাহু প্রদানপূর্ব্বক) মহিষী। আমি এতদিনে বেশ্ বুজ্‌ল্যেম্ তোমার এই মধুরময় প্রেমের তরঙ্গ হতে কখনও উট্‌তে পার্‌ব না। প্রিয়ে। এখন দেখ্‌চি আমার যোগশিক্ষা বিবিমতেতে মারই কাছে কর্ত্তে হবে। এখন জানলেম যোগশিক্ষার পরমেষ্ঠি গুরু তুমি বই আর আমার কেউ নাই। এখন জানল্যেম্ তোমার প্রেমময় ব্রহ্মরসে আমার এই কাষ্ঠময় চিত্তের যোগ করাই পরম যোগ।

ভানু। মহারাজ। ক্ষমা করুন, এ অধিনীকে আর কেন লজ্জিত কচ্চেন। বক্তৃতা কর্‌বার আর কি সময় পাবেন না।

সখীগণ। মহারাজ। কেমন, হোয়েছে। এখন এসো, যোগশিক্ষা কর। আগে মহিষীর পাদপদ্ম দ্বন্দ্বে তোমার মস্তকস্থিত কিরীটের ত্যাগ কর, তার পর অন্যান্য যোগ—যা হয় একান্তে শিক্ষা কোরো।

সখীগণ এই বলিয়া মহারাজকে ভানুমতীর পায়ে ধরাইয়া হাস্য এবং করতালি সহ এই স্থানে একটি গীত গাইবে।

রাজা। মহিষী। এক্ষণে তবে আমাদিগকে তোমার ইন্দ্রজাল বিদ্যা প্রদর্শন করাও।

সুরূপা। বলি, হাঁ কালাচাদ। না, বল্‌তে ভুল্যেম, বলি ও কালি-

রাসি যোগীবর। এতক্ষণ তবে কি দেখ্‌চ। এও কি এক প্রকার অদ্ভুত ইন্দ্রজাল নয়। (রাজার লজ্জিত হওন)

কঞ্চু। তা সত্য, তবুও—আরও কিছু, না, এই পর্য্যন্ত।

প্রিয়ং। সখি ভানুমতি! আব কেন ভাই! আরম্ভ কর না। বিশেষ আর্য্য কঞ্চুকী যে বড ব্যস্ত হযেছেন।

ভানু। আচ্ছা, তাই হোক্।

[ভানুমতীর সূর্পে ধান্য গ্রহণপূর্ব্বক সকলকে প্রদর্শন]

সুরূপা। রাজন্। এই দেখুন, বিনা অগ্নিতে এই ধান্যগুলি লাজা হবে।

রাজা। কি আশ্চর্য্য। বিনা অগ্নিতে, কৈ? কৈ দেখি?

[ধান্যের লাজা হওন ও চারিদিকে বিকীর্ণ হইযা পতন]

সকলে। (সাশ্চর্য্যে) তাইত তাইত। এ ত বড আশ্চর্য্য!

(ভানুমতীর একটী বীজ প্রদর্শন)

প্রিয়ং। মহারাজ। এঁরা কি আশ্চর্য্য দেখ্‌লেন? আরো দেখুন। এই দেখুন, মহিষী একটি আম্রের অষ্টি গ্রহণ করে মৃত্তিকাতে স্থাপন কচ্চেন, এটি এই ক্ষণকালের মধ্যেই পরিমাণ বৃক্ষ হবে। এবং পক্ব আম্রফলও প্রদান কর্‌বে।

কঞ্চু। বল কি, বল কি?

[বৃক্ষ হইল এবং আম্রও ফলিত হইল]

রাজা। তাইত, সত্যইত দেখ্‌চি। (উত্থিত)

(বৃক্ষের নিকটে রাজা ও কঞ্চুকীর গমন এবং আম্র পাড়িযা ঘ্রাণ গ্রহণ)

রাজা। একি আশ্চর্য্য। এ যে সত্যই দেখ্‌চি, পক্ব আম্র। না আমাদের বুঝি ভ্রম হচ্চে, এও কি সম্ভব। এই ক্ষণকালের মধ্যে বীজ হতে এত বৃহৎ বৃক্ষ হওয়াই প্রথমে অসম্ভব, বিশেষ এখনত আম্রের

সময় নয়, অসময়ে ভাল কিরূপে ফলিত হবে? কেমন আৰ্য্য! আপনার ও কি আম্র বলে বোধ হচ্চে?

কঞ্চু। আয়ুষ্মন্! আমিও আপনার ন্যায় বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হোয়েছি। রাজন্ আমার এত বয়ক্রম হোলো কিন্তু এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার কখনো প্রত্যক্ষ করিনি। যাহোক্ এক্ষণে মহিষী আরও কি করেন্ দেখা যাক্।

রাজা। (সবিস্ময়ে) তাইত মহিষীর এত অদ্ভুত ক্ষমতা।

[ভানুমতীর ধান্য গ্রহণ]

সুরু। মহারাজ! এক্ষণে মহিষী আর একটি আশ্চর্য্য দেখাচ্চেন।

রাজা। কি সুরূপে! মহিষী আর কি দেখাচ্চেন।

সুরু। ভাল, এখানে চারিদিগে ঊর্দ্ধে ও অধে সর্ব্বত্র নিরীক্ষণ করে দেখুন, কোনোখানে পারাবত আছে কি না।

(উভয়েই উত্থিত হইয়া ইতস্তত নিরীক্ষণ)

উভয়ে। কৈ, না, কোনোখানেইত দেখ্চিনে।

সুরু। আচ্ছা, তবে এই দেখুন, সখী ভানুমতীর লীলা। ভানুমতি দেবী যেই উত্থিত হয়ে হস্তস্থিত ধান্যগুলি প্রক্ষেপপূর্ব্বক আহ্বান কর্বেন্, অমনি পারাবত সকল উড্ডীন্ হয়ে উপস্থিত হবে।

(ভানুমতীর উত্থান এবং ধান্য বিকিরণ করতঃ আহ্বান, পারাবতের উড্ডীন হইয়া মধ্যস্থলে আগমন ও বিকীর্ণ ধান্যগুলি ভক্ষণ)

উভয়ে। (পারাবতের নিকটস্থ হইয়া) তাইত, এ সকল এলো কোথা হতে!!

রাজা। আৰ্য্য কঞ্চুকিন্। আপনি এই পারাবতগুলির মধ্যে কোনো একটির গাএও হাত দিতে পারেন?

কঞ্চু। তার আর বিচিত্র কি।

(কঞ্চুকীর একটী পারাবত গ্রহণ ও মহারাজ হস্তে প্রদান)

রাজা। (সাশ্চর্য্যে) এ—ত, বাস্তবিকই দেখ্‌চি পারাবত। যাক্‌ আর কাজ নেই।

(হস্তস্থিত পারাবতের দূরে নিক্ষেপ)

ভানু। প্রিয়ংবদে। মহারাজকে জিজ্ঞাসা কর, মহারাজ স্বর্গী উর্ব্বশী ও তিলোত্তমার নৃত্যগীত শুনতে ইচ্ছা করেন কি ?

রাজা। বেশ্‌ত, বেশত প্রিয়ংবদে! আমি এমন আশ্চর্য্য আর দেখব না কিন্তু আমি অগ্রে এই বিলাস গৃহের দ্বার সকল স্বহস্তে বদ্ধ কর্ত্তে ইচ্ছা করি। কেমন, এতে তোমাদের কোনো আপত্তি আছে ?

ভানু। (প্রিয়ংবদার প্রতি) বেশ্‌ত, তাতে আর ক্ষতি কি, মহারাজ অনায়াসে স্বহস্তেই দ্বারবদ্ধ করুন।

(মহারাজের স্বহস্তে দ্বারবদ্ধ করণ ও পুনঃ স্বস্থানে আসিয়া উপবেশন)

(ঐদিগে সখীদ্বয়ের ভানুমতীকে মধ্যে রাখিয়া বস্ত্র দ্বারা আবৃত করণ)

রাজা। দেখাই যাক্‌, কোথা হতে উর্ব্বশী ও তিলোত্তমার আগমন হয়

(উর্ব্বশী ও তিলোত্তমার আবির্ভাব সখীদ্বয়ের বস্ত্র সংকোচ করণ

| উক্ত স্বর্বেশ্যা দ্বয়ের গাইতেং নৃত্য করিতেং সম্মুখে আগমন |

রাজা। আর্য্য ! এ যে আরো অদ্ভুত ব্যাপার।

কঞ্চু। [ইতস্তত ধাবমান হইয়া] তাইত, এরা কোন দিগ দিয়ে প্রবেশ কল্লে, বলি কোন্‌ পথ দিয়ে এলো। [দ্বারবদ্ধ দেখিয়া] তাইত দ্বার সকল ত বদ্ধই আছে। ঈঃ এ—ত সামান্য ইন্দ্র জাল নয়। মহিষীত তবে এই ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় না পারেন এমন কার্য্যই নয়। (স্বগত) তাইত। এ বিদ্যায় ত মহিষী দ্বারবদ্ধ গৃহে বসে উপপতিও আনৃতে পারেন ? তবেই হোয়েছে, এইবার দেখ্‌চি

মহারাজকে সত্য সত্যই কাশীবাস করালে। যা হোক, দেখা যাক, মায়াবিনীর আরও কত মায়া আছে ?

রাজা। তা আর একবার বলে, যখন স্বর্গীয় উর্ব্বশী ও তিলোত্তমাকে এইরূপ দ্বারবদ্ধ অবস্থায় আবির্ভাব কল্লেন, তখন ওঁর ক্ষমতাও এক প্রকার ঈশ্বরী তুল্য। কি আশ্চর্য্য ! (ক্ষণৈক চিন্তা) ভাল, নিকটে গিয়ে গাত্রে হস্তদান করে দেখি দিখি, ছায়াবাজীত নয়।

(রাজার উক্ত বেশ্যাদ্বয়ের গাত্রে হস্ত দান করিবার জন্য উদ্যম. বেশ্যাদ্বয়ের বিরক্তভাবে পশ্চাৎ গমন)

উর্ব্বশী। রাজন! সাবধান, এমন কার্য্য কর্‌বেন না। ইহলোকে এক ভানুমতী ব্যতীত কোন মানবই আমাদের অঙ্গ স্পর্শ কত্তে পারে না। অতএব আপনারা এখন স্থির হয়ে এক মনে আমাদের নৃত্যগীত শ্রবণ করুন।

রাজা। দেবি! আপনারা কি সত্যই উর্ব্বশী ও তিলোত্তমানাম্নী প্রসিদ্ধ স্বর্গবেশ্যা, না, মহিষী ভানুমতি-কল্পিত ছায়াবাজি।

তিলো। [মৃদু২ হাস্য] আমরা এক্ষণে সে পরিচয় দিতে বাধ্য নই। দেবী ভানুমতী নৃত্যগীতাদি দ্বারা আপনাদের মনস্তুষ্টি সম্পাদনার্থ আমাদিগকে আহ্বান করেছেন। অতএব আমরা সেই কার্য্য মাত্র কর্ত্তে প্রস্তুত আছি।

কঞ্চু। আজ্ঞা আর কেন, তবে এরা যা করেন আমাদের এক্ষণে সেইমাত্র নিরীক্ষণ করাই শ্রেয়ঃকল্প।

রাজা। যে আজ্ঞে। (বেশ্যাদ্বয়ের প্রতি) আচ্ছা, আপনাদের আর পরিচয় গ্রহণ কচ্চিনে। আপনারা আদিষ্ট মতেই কার্য্য করুন।

। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(উভয়ের নৃত্যগীত আরম্ভ)

গীত

বেহাগ কওয়ালী।

অপ্সরা লোকে নাচি সদা মোরা সবে অপ্সরী
মণিমাণিক খচিত ভূম, দুলিছে কিবা মুক্তা বিদ্রুম,
চন্দ্রাতপে চন্দ্র যেন জ্বলিছে সারি সারি।
চম্পক, পারিজাত ও জাতি, মল্লিকা মালতী জূথী,
থরে থরে ঝুলিছে সকল সৌরভ বিতরি।
মরি কি শোভা হেরি নয়নে মোহিছে মনন নাচিছে জঘন,
মাধবীলতা মিলিছে পুন্নাগে পুলক ভরী।

(সখিদ্বয়ের পূর্ব্ববৎ বস্ত্রধারণ তন্মধ্যে স্বর্গবেশ্যাদ্বয়ের অন্তর্ধান)

নেপথ্যে। হায়২ সর্ব্বনাশ হোলো২। ওহে ওহে! পথিকগণ। ধর, ধর, ধর। ঐ পলায়মান ব্যক্তিটী—পরিবারঘাতী। হঠাৎ শৃঙ্খল চ্যুত হয়ে পালিয়ে যাচ্চে। হাঃ ধিক, কেউ সাহস করে ওকে ধর্‌তে পাল্লে না। এখন উপায়?

রাজা। (ব্যস্ত হইয়া) আর্য্য। আপনি যান২ দেখুন। আমার বোধ হয়, সেই পরিবারঘাতী ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ পলাতক হোলো তাতেই রক্ষীরা ভীত হোয়ে পুনঃ২ চীৎকারপূর্ব্বক পথিকগণের সাহায্য প্রার্থনা কচ্চে।

কঞ্চু। যে আজ্ঞে এখনিই আমি চল্লোম্।

কঞ্চুকীর প্রস্থান।

(রাজার বেগে ভানুমতীকে আলিঙ্গন প্রদান ও মুখচুম্বন। সখীদ্বয়ের লজ্জাবনতমুখী হইয়া অবস্থান)

রাজা। মহিষি। আজ তবে এই পর্য্যন্তই থাক্ আমি এক্ষণে দেব-

গৃহে গমন করবো। আবার কালই না হয় তোমার অদ্ভুত রহস্যে মত্ত হওয়া যাবে। যাহোক্ প্রিয়ে! তোমার এতাদৃশ অদ্ভুত ইন্দ্রজাল দেখে আমার নিশ্চয় বোধ হয়েছে তুমি কখনই সামান্যা মানবী নও। তোমাতে অবশ্য কোনো দৈবী ক্ষমতা আছে। এখন তবে বিদায় হই। (পুনঃ২ মুখচুম্বন ও গাঢ় আলিঙ্গন)

[রাজা ও মহিষীর একত্র প্রস্থান।]

ভানু। ওলো প্রিয়ংবদে! চল সখি। আর কেন ভাই। এঁদের ত মানভঙ্গের পালা শেষ হোলো। ভানুমতীর বাজীও দেখা হোলো। এখন চল নাচ্‌তে২ আমরাও তবে দেবগৃহের নিকুঞ্জে গিয়ে আমোদ করিগে।

প্রিয়ং। হা সখি। তাই ভাল, সেই খানেই তবে যাওয়া যাক।

সকলেরই "চল সখি কুঞ্জে চল, ভুলি নানামত খু.।" ইত্যাদি গীত গাইতে২ নৃত্য করিতে২ দর্শকগণের মন প্রাণ কাড়িয়া লইতে২ প্রস্থান।

পটপ্রক্ষেপ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পাটনা—চতুষ্পথ।

এক জন ভারবাহক ভৃত্য সহ চারি জন পণ্ডিত মূর্খের প্রবেশ।

বৈদ্য। ওহে এইবারত দেখ্‌চি সর্ব্বনাশ হোলো।

সকলে। (ব্যস্ত হইয়া) কি, কি, কি হোলো?

বৈদ্য। এই স্থানে একবার উপবেশন কর। তার পর বল্‌চি।

সকলে। ভাল, উপবেশনই করা যাক্‌না। (সকলের উপবেশন)

বৈদ্য। বল্‌চি কি, উজ্জয়িনী নগরাধিপতি প্রবল প্রতাপ মহারাজ বিক্রমাদিত্য যে, আমাদের নাম শ্রবণ করে, এত সমাদরপূর্ব্বক বঙ্গাধিপতি দ্বারা আমন্ত্রণ করে পাঠালেন, তাত দেখ্‌চি এখন সব্ব ই বৃথা হোলো, হুঃ ওহে আমাদের তত অদৃষ্টের বল কোথায় যে, আমরা আবার মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন খচিত মহাসভায় প্রবিষ্ট হবো।

সকলে। কেন কি বিঘ্নটা হোলো? ভেঙ্গেই বলনা ছাই।

বৈদ্য। বলি, তোমরা উজ্জয়িনী নগরী যেতে হবে এইমাত্রই জান। পাটনা পর্য্যন্ত ত নৌকাযোগে আসা গেল। এক্ষণে পদব্রজে গমন কথা ব্যতীত সহজ উপায় ত আর দেখ্‌চি না, কিন্তু তাতেও যে দেখচি সম্পূর্ণ বিপদ ঘটলো?

নৈয়া। ওহে বিপদ্‌ আর কি? শাস্ত্রে যেরূপ লিখেছে সেইমত চল্লেই হোলো। দেখ, শাস্ত্রে এই লিখ্‌চে, (পুস্তক নিষ্কাশনপূর্ব্বক,

যে, "দ্বযো বিদ্যা চতুষ্পথম্" অর্থাৎ দুইজন হোলে বিদ্যাভ্যাস করা যায়, আর চারজন হোলে, বিদেশে পদব্রজে গমন করা যায়। অতএব তার জন্য আর এত চিন্তাই বা কি, আর এত বিপদই বা কি ?" কিহে তোমরা কি বল, এই বচনটা প্রামাণ্যাবচ্ছিন্ন কি না ?

জ্যোতি। অবশ্য। এ কথা যথার্থ, তা আর একবার করে। শাস্ত্রসঙ্গত কথায় চল্লে কি কখনো কারো বিপদ্ ঘটে থাকে।

বৈদা। ওহে তোমরা ত অমনি মুখে চিন্তা কি, চিন্তা কি, সকলেই বলচ কিন্তু কার্য্যকালে বিপদ হতে উদ্ধার করা সহজ নয়। এই ত এখন আমরা সকলেই সমান বিপদে পড়েছি। এর উপায় চিন্তা কর।

নৈযা। কি আপদ্। বিপদটা কিরূপ, শুনি।

বৈদা। ওহে দেখচ না, প্রত্যক্ষই ত আছে, কেন, এখানে এই যে চারিটি পথ আছে তাকি প্রত্যক্ষ হচ্চে না। এখন বল, এর কোন পথ অবলম্বন কল্লে, উজ্জয়িনী নগরী প্রাপ্ত হওয়া যাবে ? কেবল কথায় পুস্তক নিষ্কাশন কল্লেই তো হয় না। কৈ, এখন, পুস্তক নিষ্কাশনপূর্ব্বক একটা ব্যবস্থা দিবে এই সমূহ বিপদ হতে উত্তীর্ণ কর না ?

নৈযা। এই কথা, এরই জন্য এতচিন্তা (হাস্য) হাঃ—হাঃ—হাঃ— হবেই পারে, বৈদান্তিক পণ্ডিতেরা বিষয়কার্য্যে এইরূপই অজ্ঞ হোয়ে থাকে বটে, যা হোক্ শুনো, এখনই আমি এর ব্যবস্থা করে দিচ্চি।

জ্যোতি। তাইত, তাইত হে। এত সামান্য বিপদ নয়। এখন উপায়।

নৈযা। আঃ স্থির হওনা, এ নাড়ীটেপা নয়। আর গ্রহের নিরূপণও নয়। আমি এখনই এর ব্যবস্থা করে দিচ্চি। (পুস্তক নিষ্কাশন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ অবলোকন) ওহে বৈদান্তিক ভায়া। তুমি মনে করেছ কি ? ওহে তোমাদের ন্যায় নৈয়ায়িকেরও কি অচলের

ন্যায় অচলা বুদ্ধি। কোন্ পথদিয়ে যেতে হবে, এ ব্যবস্থাটাও আমাহতে হবে না। হুঃ (হাস্য) তাহলে, কালিদাস, বররুচি প্রভৃতি নবরত্ন থাক্‌তেও বিক্রমাদিত্য নরপতি এই অমূল্য রত্নকে এত সমাদরে আহ্বান কর্ত্তেন না। এই শুনো তবে, শাস্ত্রে লিখেছে "মহাজনো যেন গতঃ সপন্থাঃ" কেমন, এখন পথ ঠিক্ হোয়েছে ত?

বৈদ্য। ভাল, এতে কি নিরূপণ হোলো?

নৈয়া। (বিরক্ত হইয়া) এতে তোমার ব্রহ্মের মাতায় সাড়ে তেত্রিশ হাতের একটা সিং হোলো।।

বৈদ্য। ওহে নৈয়ায়িক ভায়া! আমরা তোমার ব্যবস্থায় তত মনোযোগ দিইনি, অতএব ভালকরে বুঝিয়ে বল ভাই।

নৈয়া। এতে এই নিরূপণ হোলো যে, যেখানে অনেক গুলিপথ দেখ্‌বে সেস্থানে কিঞ্চিৎকাল অগ্রে বিশ্রাম কর্‌বে, তারপর, যখন কোনো বাণিজ্য ব্যবসায়ী মহাজন এসে উপস্থিত হবে, তখন তারই অনুসরণ কল্লে ইষ্টস্থান লাভ হবে। ইতি বিদুষা স্পরামর্শ।

(একজন বোল্‌দের প্রবেশ ও প্রস্থান।)

বৈদ্য। ওহে ওহে ঐ যে ঐ যে বাণিজ্য ব্যবসায়ী একজন মহাজন গেলনা?

সকলে। (চীৎকার পূর্ব্বক) হাঁ হে হাঁ হে, তাইত মহাজনই গেল বটে, চল চল, ওহে চল তবে, ওরই অনুসরণ করা যাক। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা।

(সকলেরই বল্‌দের পশ্চাৎ গমন)

পট পরিবর্ত্তন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য

গঙ্গাতীর, শ্মশান।

(একটী গর্দ্দভ বিচরণ করিতেছে।)
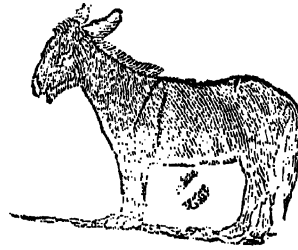
ভারবাহক ভৃত্যসহ চারিজন পণ্ডিত মূর্খের প্রবেশ।

বৈদ্য। ওহে নৈয়ায়িক ভায়া! এখন উপায়! তুমি যে এত তর্জ্জন গর্জ্জন কল্লে সে সমস্ত যে এখন শরৎ কালীন মেঘ গর্জ্জন তুল্য হোলো! এখন যে দেখ্‌ছি তোমারও বুদ্ধি অচলের ন্যায় অচলা হোলো।

জ্যোতি। না হে না, অমন কথা ওঁকে বলা উচিত নয়! উনি হোলেন নৈয়ায়িক! উনি আমাদের সকলের অপেক্ষা একটাকা উচ্চ বিদায় পান্। সুতরাং উনি গর্দ্দভ হোলেও—বিষ্ণুঃ, মানুষ হোলেও—না, তাও হোলো না, দুর ছাই, উনি পণ্ডিত হোলেও মহাপণ্ডিত যে তার আর সন্দেহ কি!

বৈদ্য। ওহে উচ্চ বিদায় পেলে কি হয় ওঁর ব্যবস্থা যে

ব্রহ্ম-দ্বেষে নিয়ে পোলো, এইত ওআঁর ব্যবস্থা মতে বানিজ্য ব্যবসায় মহাজনের অনুসণ করে আমরা কিনা লজ্জিত হোলেম্! সেত স্পষ্টই বল্লে যে, তোমরা অন্য মহাজনের অনুসন্ধান কর। আমি তোমাদের খাতার মহাজন নই। অতএব তোমরা এ বিষয়ে কোনো বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ কর গিয়ে।

নৈয়া। তাত হোলো, এখন এমন অস্থানে বন্ধুই বা কোথা পাই। ভাল, কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করে আর একবার পুস্তক নিষ্কাশনপূর্ব্বক চিন্তা করে দেখা যাক। (পুস্তক নিষ্কাশনপূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ চিন্তান্তে] হোয়েছে হে। হোয়েছে। আর কোন চিন্তা নেই। বন্ধু পাওয়া গিয়েছে।

সকলে। কৈ? কৈ, এখানে আমরা ভিন্ন আর বন্ধু কোথায় পেলে।

নৈয়া। এই হে এই, শাস্ত্রে কি লিখেছে দেখ, "শ্মশানে য স্তিষ্ঠতি সবান্ধবঃ।"

সকলে। বটে, এমন কথা। শ্মশানে যেই থাকুক না কেন, সেই আমাদের বন্ধু! তবেত—বাস্তবিকই বন্ধু পাওয়া গিয়েছে।

[দ্রুতগতিতে গিয়া গর্দ্দভের পদতলে পতন]

নৈয়া। [উত্থিত হইয়া করজোড়ে] ওহে বন্ধু! ওহে তুমি চতুস্পদের মধ্যে অধম হলেও এক্ষণে আমাদের পরম পূজনীয়, পিতৃতুল্য, মস্তকের মণি, কারণ, তুমি সামান্য জন্তু নও, তুমি আমাদের শাস্ত্র-লিখিত বিধাতা নির্দ্দিষ্ট চিরকালের বন্ধু। অতএব হে ভ্রাত গর্দ্দভ! দেখ আমরা সকলেই তোমার পাদচতুষ্টয়ে পতিত হয়ে শরণাপন্ন হে গর্দ্দভশ্রেষ্ঠ বন্ধুবর! তুমি এক্ষণে এই গর্দ্দভতুল্য শরণাগত বন্ধু-গণকে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য নরপতির রাজধানী উজ্জয়িনী যাবার প্রকৃত পথটী দেখিয়ে দাও।

বৈদ্য। ওহে নৈয়ায়িক ভায়া। কৈ, বন্ধু যে, কিছুই বলছেন না। এখন উপায়?

নৈয়া। কি আশ্চর্য্য? কলিকালের বন্ধু কি শীঘ্রই প্রসন্ন হন? কিঞ্চিৎকাল স্তব কর, ল্যাজ মল, পদে তৈলমর্দ্দন কর, তবে ত প্রসন্ন হবেন। অতএব এক কাজ কর, তুমি ল্যাজ মল্‌তে আরম্ভ কর, বৈদ্য ভায়া পদে তৈল ম্রক্ষণ কত্তে আরম্ভ করুন আর আমি ভক্তিভাবে গললগ্নীকৃতবাস হো'য়ে স্তব কর্ত্তে আরম্ভ করি। আর, জ্যোতিষী ভায়া ভক্তিভাবে পদ চতুষ্টয়ে হাত বুলোন, তাহলেই কার্য্য উদ্ধার হবে।

সকলে। বটে, তবে তাই ভাল। (সকলে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত)

গর্দ্দভের স্তুতি।

হে বন্ধু করুণাসিন্ধু রাসভপ্রধান।
তব চারি পদে নমি হোয়ে সাবধান॥
হে শ্মশানবাসি বন্ধু! চতুষ্পদরাজ!
সুন্দর আনন তব দেখি পাই লাজ॥
লাঙ্গূল তোমার বন্ধু কিবা অনুপম।
পণ্ডিত মাঝেও নাহি হেরি তব সম॥
মধুর তোমার রব শুনি নরগণ।
লজ্জা পেয়ে গীতিশাস্ত্র নাশিছে এখন॥
তুমি জ্ঞান, তুমি ধ্যান, তুমি পরমার্থ।
কলিকালে তুমি সব, তোমাতেই অর্থ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সকলি তোমাতে।
তোমার প্রসাদ-আশে আছি হে জগতে॥

অতএব, দয়াময়, বল হে বচন।
কোন্ পথ দিয়ে মোরা যাইব এখন ? ॥

ওহে বৈদান্তিক্! কৈ বন্ধু ত প্রসন্ন হচ্চেন্ না—এখন উপায় ?

বৈদা। তাই ত হে, আমারও যে ন্যাজ্ মল্‌তে মল্‌তে হাতে বেদনা অনুভব হলো, মাঝে মাঝে কত চাটও খেতে হলো, তবুও ত দেখ্‌চি প্রসন্ন হোলেন না।

বৈদ্য। ওহে ভাই! আমার ত ৮০ টাকা ভরির পারকৈতন প্রা এক সের এঁর পদে মর্দ্দিত হোলো, তবুও ত কিছু হোলো না।

একজন রজকপুত্রের দ্রুতগতিতে প্রবেশ।

রজ পু। (দুই তিন বার ইতস্তত গমনাগমনপূর্ব্বক) কৈ ? কৈ ? কোথায় গেল ? হায় হায় হায়, এইবার মোরে দেখ্‌চি, বাবা এক কোপেই মারি ফ্যাল্‌বে।

বৈদা। ওহে ও নৈয়ায়িক ভায়া! দেখ ত দেখ ত, পুনঃপুনঃ দ্রুতপদসঞ্চারে কে গমনাগমন কচ্চে ? দেখ ত, ভাই।

নৈয়া। ভাল, তাই তবে দেখা যাক্। (পুস্তক দেখিয়া নির্ণয়পূর্ব্বক হোয়েছে হে হোয়েছে, অহ ও ব্যক্তি ধর্ম্ম। এই দেখ, শাস্ত্রে লিখেছে, যে,—"ধর্ম্মস্য ত্বরিতা গতি" অর্থাৎ ধর্ম্মের গতি অত্যন্ত দ্রুত হয়ে থাকে।

জ্যো। আঁঃ বল কি ? তবে ত ও ব্যক্তি নিশ্চই ধর্ম্ম। অহো ভাগ্য—অহো ভাগ্য। আমাদের আজ জন্ম সফল। ওহে, তবে তোমরা আমার পরামর্শে একটি কার্য্য কর। এই দেখ, শাস্ত্রে লিখেছে, "ইষ্টং ধর্ম্মেণ যোজয়েৎ" অর্থাৎ আপন ইষ্ট বন্ধু বান্ধবকে ধর্ম্মের সঙ্গে যোগ করে দিলেই শীঘ্র অভীষ্ট লাভ হয়।

বৈদা। বটে ? বল কি ? তবেত এইবার আমাদের পথ দেখিয়ে দেবার লোক হোয়েছে।

বৈদ্য। তা আর একবার ক'রে? এই গর্দ্দভ ভায়াকে একবার যদি ঐ ত্বরিতগমন ধর্ম্মের সঙ্গে যোগ করে দেওয়া যায়, তা হলে উনি আমাদিগকে নিশ্চয়ই উজ্জয়িনী যাবার প্রকৃত পথটী বলে দেবেন।

সকলে। ঠিক্ ঠিক্, ঠিক্। এই বারকার পরামর্শই ঠিক্ হোয়েছে। এসো এসো, ভাই! তবে অগ্রে ধর্ম্মকে ধরে আনি। উনি পালিয়ে না যান।

(রজকপুত্রের হস্ত পদাদি বন্ধন এবং গর্দ্দভের সহিত উত্তমরূপে বন্ধন)

(রজকপুত্রের রোদনসহ চীৎকার)

নেপথ্য। কি হোলো রে। কি হোলো রে। সাধুর কি হোলো, চেঁচাচ্চিস কেন? গাধা মিলেছে? ওরে গাধায় চাট মারে না কি?

রজ পু। (রোদন সহ চীৎকার পূর্ব্বক) না বাবা, না। গাধার চাট মারি নিগো। ও ও ওঃ। রোদন) চার পাঁচ জন ডাকাতে মোকে গাধার সাথে বাঁদি মারচে। উঃ গেলাম রে বাবা রে? বাবা, বাবা, ও বা—বা—শিগ্‌গিরি দৌড়ি আয়্।

(পণ্ডিত মূর্খগণের করজোড়ে স্তবকরণ)

হে ধর্ম্ম! হে বন্ধু! দেখ, তোমাদের দুজনকে কেমন যোগ করে দিলেম, তবে আর কেন চীৎকার ক'রে কষ্ট পাচ্চ? এক্ষণে দয়া করে আমাদিগকে উজ্জয়িনী যাবার কোন পথটী দেখিয়ে দাও। এই দেখ, আমরা সকলে বাতরে গলে বস্ত্র ও দন্তে তৃণকুট দিয়ে পুনঃপুনঃ প্রণাম পূর্ব্বক শরণাগত হোলেম। অতএব কেন আর নির্দ্দয় হোয়ে বৃথা চীৎকার কচ্চো? আমরা ত যেমন শাস্ত্রে লিখেচে, তাই কল্লেম। এক্ষণে তোমরাও উচিত মত কার্য্য ক'রে শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা কর।

নেপথ্যে। আস্‌চি রে! আস্‌চি। কিছু ভয় নেই। কোন্ শালার বেটা শালা তোকে মারে, এত বড আস্পর্দ্ধা।

‘ (দণ্ডহস্তে বস্ত্রভার মস্তকে দ্রুতগতিতে রজকের প্রবেশ)

রজক। তবেরে শালারা! আমার ছেলেরে মারবি? এত বড় আস্পর্দ্ধা।

[গালি প্রদান পূর্ব্বক মারিতে মারিতে পণ্ডিতমূর্খগণকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান]

পটপ্রক্ষেপ।

তৃতীয় অঙ্ক।

গোমতী নদী।

(অদূরে পান্থশালা এবং বিপণি।)

(ভারবাহক ভৃত্যসহ চারিজন পণ্ডিতমূর্খের প্রবেশ)

বৈদ্য। ওহে এখন কর্ত্তব্য কি? এই গোমতী নদীত পার হওয়া সহজ নয়।

নৈয়া। তাইত, কোনো নৌকাও ত দেখ্‌চিনে। বলি, শেষটা কি, "মরণং গোমতী তীরে অপরং বা কিং ভবিষ্যতি" হবে নাকি? ওহে জ্যোতিষী ভায়া! এতে যে অগাধ জল। এখন ত আর বৈদান্তিকেরও কাজ নয়, ও আমারও কাজ নয়। এ সর্ব্বনাশ হতে, এক, যদি তুমি, রক্ষা কত্তে পার, তা হলেই ত রক্ষা, নইলে কোনো অজ্ঞাত অগাধজলে পড়ে শেষটা নিশ্চয়ই দেখ্‌চি প্রাণ হারাতে হবে।

জ্যো। ওহে, এক্ষণে কিয়ৎক্ষণ এই তীরে উপবেশন করে, বিশ্রাম করা যাক্, তার পর যা হয় একটা উপায় চিন্তা করবো।

সকলে। অবশ্য, জ্যোতিষি ভায়া এ কথাটি সময়োচিতই বলেছেন বটে। এক্ষণে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ।

(সকলেরই তীরে গিয়া উপবেশন)

বৈদ্য। ওহে এক্ষণে তবে স্নান আহ্নিক সেরে কিঞ্চিৎ জলযোগ করে নিলে ভাল হয় না?

জ্যো। ভদ্রং ভদ্রং সমযোচিতং বটেং তাব আব সন্দেহং কিং ? তবে নৈযাযিক ভাযাই এই নিকটস্থ পান্থশালাব বিপণিতে তৈলানযনার্থ গমন করুন। কারণ, তৈলিকেবা অত্যন্ত সুচতুব হোযে থাকে, হযত তাবা পুষ্পবাসিত তৈলেব বিনিমযে সর্ষপ তৈল দিযে প্রতাবণাও কর্ত্তে পাবে। কিন্তু নৈযাযিক ভাযা গেলে, কি সাধ্য যে তাবা এঁকে বঞ্চনা কবে ?

বৈদ্য। তা ত হোলো, তৈলানযনার্থে যেন নৈযাযিক ভাযাই যাবেন, কিন্তু এক্ষণে, আহাবীয আন্‌বাব জন্য কে যাবে হে। তাব কি পবামর্শ কচ্চো ? আহাবটাতো কবা চাই।

বৈদ্য। কেন তাব জন্য আব ভাবনা কি, তুমিই যাবে। তুমি হোলে বৈদ্যশাস্ত্রে নিপুণ। অতএব তুমি যেমন দ্রব্যেব গুণাগুণ বিবেচনা পূর্ব্বক খাদ্য বস্তু আহবণ কত্তে পাববে, তেমন আমাদেব মধ্যে আব কে পাববে বল ?

(নৈযাযিক ও বৈদ্য উভয়ে উত্থিত)

নৈ ও বৈ। তবে সেই ভাল, আমবাই তবে তৈল ও আহাবাদি সংগ্রহ কত্তে পান্থশালায গমন কচ্চি।

[উভযেব প্রস্থান।

বৈদ্য। ওহে জ্যোতিষি ভাযা। তোমাদেব জ্যোতিষ শাস্ত্রে ক্ষেত্রেব পরিমাণ কিরূপে কবে হে ?

জ্যো। কেন, কাঠাকালি ক'বে ?

বৈদ্য। ওহে, তবে ঐরূপ কাঠাকালি ক'বে জলেব পবিমাণ কি কবা যায না ?

জ্যো। (উল্লম্ফন পূর্ব্বক) বেশ্ বলেছ ভাই বেশ বলেছ। দাও দাও, ভাই ঐ যষ্টি গাছটা দাও ত। আমি তবে এখনই গোমতীতে কত জল আছে পবিমাণ কবে দিচ্চি।

বৈদা। নাও ভাই, এই নাও। (যষ্টি প্রদান) (যষ্টি গ্রহণ পূর্ব্বক জ্যোতিষীর জলে অবতরণ এবং কিয়ৎক্ষণ মাপিয়া প্রত্যাবর্ত্তন।)

জ্যো। ওহে বৈদান্তিক ভায়া! পুস্তকটা খুলে খড়ি বাহির করে দাও ত।

বৈদা। এই দি। (পুস্তক নিষ্কাষণ করিতে করিতে) ওহে, কিরূপ জল দেখ্‌লে? বলি, পার হওয়া যাবে ত?

জ্যো। এখন যেমন মেপে দেখ্‌ল্যেম্ তাতে ত পার হওয়া সুকঠিন। তাহোক্, আমাকে আগে হিসেবটা কর্ত্তে দাও ত। তার পর দেখো, সামান্য শৃগালেও অনায়াসে পার হয়ে যাবে।

বৈদা। (আনন্দে) বটে?

জ্যো। তা নইলে কি? হুঁঃ ওহে এ তোমার বেদান্ত শাস্ত্র নয়। দাও দাও খড়িটে দাও, একবার ঠিক করে দেখি, হরে দরে কত জল হয়।

(বৈদান্তিকের খড়ি প্রদান এবং জ্যোতিষীর খড়ি গ্রহণ।)

বৈদা। ভাল, মধ্যস্থলে কত জল হবে?

জ্যো। এখন ত দেখে এল্যেম প্রায় বিংশতি হস্ত পরিমিত হবে।

বৈদা। কি সর্ব্বনাশ! ওহে তবেই ত কি ক'রে অগাধ জলে ঝাঁপ্ দেওয়া যাবে?

জ্যো। (বিরক্ত হইয়া) আঃ এখনই এত ব্যস্ত হোচ্চো কেন? কাঠাকালি ক'রে হরে দরে কত হয় হিসাবটা কর্ত্তে দাও। মাঝ্‌খানেই যেন অগাধ জল, কিন্তু তীরে ত আর তত নেই।

বৈদা। ভাল, ভায়া! তীরে কত জল হবে?

জ্যো। তা ক্রমশই অল্প হোয়ে এসেছে। এমন কি ৩৷৹ সাড়ে তিন আঙ্গুল পর্য্যন্ত আছে।

বৈদা। বটে ?

জ্যো। তানইলে কি ?

বৈদা। তবে আর কি, একবার হিসেব করে দেখ ভাই। আর কোনো কথায় আবশ্যকই নেই।

জ্যো। হাঁ, তাই কচ্চি। (মৃত্তিকাতে খড়ি পাতিয়া হিসাব করণ)

জ্যো। ওহে, হোয়েছে হে, হোয়েছে। ওহে হবেদরে দেখ্‌ল্যাম, একজানুপরিমিত জল হচ্চে। এতে ত আর কোনো ভাবনা নেই, কি বল ?

বৈদা। আঃ বাচল্যেম্। এতে আর ভাবনা কি ভাই ? এক হাঁটু জল যখন হোলো, তখন ত বাস্তবিকই শৃগালও পার হতে যেতে পারে, তার আর সন্দেহ কি ? যা হোক্, জ্যোতিষি ভায়া! তোমার ক্ষমতায়, আমাদের সকলকেই বাধ্য হতে হোলো জান্‌বে।

জ্যো। না, ভাই। আমার আর ক্ষমতা কি ? তবে কিনা গণিত শাস্ত্রটা ভাগ্যে জানা ছিল, তাই এ প্রবার পার হওয়া গেল।

বৈদা। সে কি, তোমার আবার ক্ষমতা নেই, এ কথা আমরা ত বলতে পারি নে। আমি ত স্পষ্ট দেখ্‌চি, এ সময়ে এরূপ অগাধ জল হতে তুমিই উদ্ধার কল্লে। তুমিই আমাদের বিপদুদ্ধারকর্ত্তা, অগাধ সমুদ্রের পারকর্ত্তা কর্ণধার শ্রীহরিস্বরূপ।

জ্যো। তা যা হোক্, এখন এঁরা এলে হয় যে।

বৈদা। তা একবার বৈ, এখন শীঘ্র শীঘ্র পার হওয়াই উচিত।

(নৈয়ায়িকের প্রবেশ ও অন্তরালে অবস্থিতি)

নৈয়া। (হস্তে তৈলপাত্র) পাত্রনিষ্ঠস্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে আধেয়তা, তাদৃশ আধেয়তানিরূপিতা যা নিরূপকত্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্না আধারতা, তাদৃশ আধারতাবান্ তৈলম্ অথবা তৈলনিষ্ঠস্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন

যে আধেয়তা, তাদৃশ আধেয়তানিরূপিতা যা, নিরূপকত্বসম্বন্ধাবচ্ছিন্না আধারতা, তাদৃশ আধারতাবান্ পাত্রম। যদ্ভতঃ কুণ্ডে বদরং বা বদরে কুণ্ডম্ এই প্রয়োগটিতে যেমন বিচার উপস্থিত হয়, এক্ষণে আমার এই তৈলপাত্রেও সেইরূপই বিচার উপস্থিত হোয়েছে। যাহোক্ এখন এটীত স্থির কর্ত্তেই হবে। তৈলাধার পাত্র, না পাত্রাধারই তৈল? (ক্ষণেক চিন্তান্তে) তা, এক কায্যই করা যাক্ না কেন, বলি "প্রত্যক্ষস্থ প্রমাণাভাবাৎ" অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অপেক্ষা ত আর বলবৎ প্রমাণ নেই, তবে কেনই বা আর অনুমান করে মরি। একবার এই পাত্রটাই বিপর্য্যস্ত ভাবে ধারণ করেই দেখি না কেন, তা হলেই ত সকল সংশয় দূর হয়ে যাবে। হাঃ তাই করা যাক। (তৈলপাত্র বিপর্য্যস্তভাবে ধারণ এবং তৈলের মৃত্তিকাতে পতন) অ্যাঁঃ কি কল্লেম্, বিচার কর্ত্তে কর্ত্তে তৈলটুকু ভূমিসাৎ হোয়ে গেল। হায় হায় এখন উপায়। (ক্ষণেক চিন্তান্তে) তা হোক্, আমার বিচারটা ত মীমাংসিত হোয়ে গেল।

বৈদ্য। (নৈয়ায়িককে দেখিয়া) ওহে নৈয়ায়িক ভায়া। ওখানে দাড়িয়ে কি বিচার হচ্চে হে? (হাস্যসহ) ওহে বিচার কর্ত্তে কর্ত্তে তৈল-টুকু ভূমিসাৎ করেছ দেখ্‌চি।

(দ্রুতগতিতে নৈয়ায়িকের প্রবেশ।)

নৈয়া। হোক্, তার জন্য আর চিন্তা কি? তোমরা ভাই, স্নান করবার জন্য যখন প্রস্তুত হবে, তখন আমি ত আছি, আমি তখন, তোমাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে তৈল দিতে পারবো। এখন ত আমার একটা বিচারের মীমাংসা হোয়ে গেল, ভাই।

জ্যো। হাঁ বটে, তোমাকে বিপণিতে যে তৈলানয়নার্থে প্রেরণ করা হয়, তা, তোমার একটা বিচারের মীমাংসা করবার জন্যই বটে,

তার আর সন্দেহ কি? যা হোক্, এখন কবিরাজ ভায়া এলে হয়। (কবিরাজকে দ্রুতগতিতে আসিতে দেখিয়) ঐ যে, কবিরাজ ভায়াও আস্‌চেন।

(কবিরাজের দ্রুতগতিতে প্রবেশ।)

কবি। ওহে ওহে বন্ধুগণ! এই নও। (গলিত কুষ্মাণ্ড প্রদান) সমস্ত বিপণি অনুসন্ধান ক'রে, এই অতি উপাদেয় নির্দ্দোষ বস্তু সংগ্রহ ক'রে এনেছি। আমার বিবেচনায় এ এক দিন আহার কলে, এক পক্ষ কাল অনাহারে থাকা যায়।

নৈয়া। (ব্যগ্রভাবে) বটে, কৈ কৈ? কি বস্তুটা দেখি (হস্তে করিয়া দেখিয়া) কি আপদ্! রাম রাম, রাম রাম, এই কৃমিসঙ্কুল গলিতকুষ্মাণ্ড কি মনুষ্যের ভক্ষ্য।

বৈদা। (আঘ্রাণ করিয়া) সত্যই তো হে, উঃ উঃ হুঃ, রাম রাম রাম, দুর্গন্ধ!!

কবি। (সক্রোধে) ওহে, তোমরা ত দেখ্‌ছি, বড় অর্ব্বাচীন! এ যে কি বস্তু, তা তোমরা আর কি জানবে? হুঃ তোমরা যদি আমার মতন কিছু বৈদ্যশাস্ত্রে পরিশ্রম কর্ত্তো, তা হলে, অবশ্য এর গুণাগুণ বিবেচনা কর্ত্তে পার্ত্তে। (দন্ত নিষ্পীড়ন করিয়া) ওহে বস্তুর গুণাগুণ বিচার করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। এ সামর্থ্য তোমাদের ন্যায় বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্রের কাজ নয়। এই দেখ ত, নিদানে কি লিখেছে (পুস্তক নিষ্কাষণ করিয়া প্রদর্শন) "অমৃতং পক্ককুষ্মাণ্ডং যেনরঃ সেবতে ধ্রুবং। অমৃতত্বং লভেৎ তাবৎ যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥"

বৈদা। ভাল, এই শ্লোকের প্রকৃত ব্যাখ্যাটাই কি শুনি?

কবি। এর প্রকৃত ব্যাখ্যাটা এই হচ্চে যে, যে ব্যক্তি পক্ককুষ্মাণ্ড

ভক্ষণ করে, সে যত দিন চন্দ্র সূর্য্য আকাশে থাক্‌বে, তাবৎ কাল জীবিত থাক্‌বে, বুঝলে? ফলতঃ পক্ককুষ্মাণ্ডও এক প্রকার পক্কহরীতকীতুল্য। আমি সর্ব্বপ্রথমে পক্কহরীতকীই অনুসন্ধান করি, তার পর যখন দেখ্‌লেম, পক্কহরীতকী নিতান্ত অপ্রাপ্য হোলো, তখন কি করি অগত্যা পক্ককুষ্মাণ্ডই সংগ্রহ কল্লেম। ফলতঃ এরও সংগ্রহ কর্ত্তে আমার অল্প আয়াস ও অল্প ব্যয় হয় নি।

বৈদ্য। ওহে বন্ধুগণ! নাও, তবে যত্নপূর্ব্বক রাখ। কবিরাজ ভায়া যেরূপ বচন আবৃত্তি ক'রে এর গুণ বল্লেন, তাতে এ অতি অখাদ্য হোলেও অপরিত্যাজ্য এবং আমাদের ঔষধ বিবেচনা করেও যত্নপূর্ব্বক ভক্তির সহিত আহার করা উচিত, কি বল? এতে তোমাদের কি মত?

জ্যো। তার আবার জিজ্ঞাসা? যখন বৈদ্যশাস্ত্রেই এতদূর প্রশংসা তখন কোন্ পণ্ডিত ওরূপ বস্তুর অনাদর করবে? এক্ষণে আমাদের উচিত, সামর্থ্য মত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আহার করে, অবশিষ্ট যা কিছু থাক্‌বে, তা পথের সংবল করে সঙ্গে রাখা আবশ্যক।

সকলে। (একবাক্যে) অবশ্য অবশ্য। এমনি উপাদেয় বস্তুই বটে, তার আর সন্দেহ কি? এরূপ বস্তু কি সর্ব্বত্র সুলভ?

বৈদ্য। ওহে বন্ধুগণ! এক্ষণে তবে আর বিলম্ব করবার আবশ্যক? এদিকের সবই আয়োজন ত হোলো। এখন এসো, স্নান আহ্নিকটা সেরে লওয়া যাক্। ওহে নৈয়ায়িক ভায়া! এই ত আমরা স্নান কর্ত্তে যাচ্চি, অতঃপর তৈল কৈ দাও? এখন ত আর তোমার তৈলাধারপাত্র না পাত্রাধার তৈলের বিচার করে যে মীমাংসা হয়, সেই মীমাংসা লয়ে অঙ্গে মর্দ্দন কর্ত্তে পারব না?

নৈয়া। বেশ ত, তার জন্য আর চিন্তা কি? আমি তৈল মর্দ্দন করে দিচ্চি।

(নৈয়ায়িকের দ্রুতগতিতে আসিয়া সকলকে পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন ও গাত্রে করস্পর্শ আরম্ভ।)

নৈয়া। কেমন হে তোমাদের স্নেহস্বরূপ তৈল মর্দন করা হোলো ত?

জো। এ কি? কিরূপ শোনো? বলি, আমরা ঘানিগাছ না কি যে, তোমার পুনঃপুনঃ আলিঙ্গনের ঘর্ষণে তৈল বাহির হবে?

বৈদ্য। তাইত, তৈল কোথায়, দাও না হে? কি আশ্চর্য্য? এ সময় কি রহস্যের? পথশ্রান্তিনিবন্ধন ক্ষুধায় তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। এখন কি না তুমি রহস্য কর্ত্তে আরম্ভ কল্লে? ভাল বিবেচনা বটে তোমার?

নৈয়া। হাঃ ধিক্। তোমরা ত বড় অপদার্থ? তৈল পদার্থ কি, তাও জান না ছাই? (বিরক্ত হইয়া) যাও, তবে এই পুস্তক সকল নদীতে গিয়ে প্রক্ষেপ করে দাও। হায় হায়, অর্ব্বাচীনেরা তৈল যে স্নেহ পদার্থ, তাও জানে না, এরূপ পদার্থানভিজ্ঞ অপদার্থগণের সঙ্গে আমার ন্যায় পদার্থজ্ঞ পণ্ডিতের আসাই অযথার্থ হোয়েছে।

বৈদ্য। ওহে নৈয়ায়িক ভায়া। কেন অপদার্থ পদার্থের বিচার করে তোমার ন্যায় পদার্থজ্ঞানশূন্য অপদার্থ বন্ধুগণের উপরে ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক স্বীয় অপদার্থভাব পরিচয় প্রদান কচ্চো? ভাই হে! এখন পথে এসে কি আমাদের উপর এরূপ ক্রুদ্ধ হওয়া তোমার উচিত? যাক, এখন একটা কথা বলি, স্থির হোয়ে শোনো।

নৈয়া। (ক্রোধে) কি, কি বল্‌চ বল।

বৈদ্য। বল্‌চি কি, তুমি যে বল্লে, তৈল স্নেহপদার্থ, অবশ্য, এ কথা আমরা সকলেই বিদিত আছি, কিন্তু কৈ, স্নেহ কোথায়, দাও? কেবল পদার্থ নির্ব্বাচন কল্লে ত হয় না, আমাদের স্নান করতে হবে।

নৈয়া। (বিরক্ত হইয়া) না, তোমাদের সঙ্গে উজ্জয়িনী আর

যাওয়া হোলো না দেখ্‌চি। তোমরা এত নির্ব্বোধ তা আগে জান্‌তেম না। (দন্তনিষ্পীড়ন করিয়া) ওহে বিদ্যাবিশারদগণ! তোমাদের কিরূপ স্থূলবুদ্ধি হে? কি আশ্চর্য্য! আমি যে তোমাদিগকে পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন কল্লেম্ আর গাত্র পুনঃপুনঃ এই কোমল হস্ত দ্বারা স্পর্শ কল্লেম, তাতে কি স্নেহ প্রদান করা হয় নি? আবার বল্‌চ, "কেবল পদার্থ-নির্ব্বাচন কল্লে ত হবে না, স্নান করতে ত হবে", এরূপ বলা কি পণ্ডিতের মত বলা হোলো? কি আশ্চর্য্য! আমি কি তোমাদিগকে স্নান কর্‌তে কোনোরূপ বাধা দিচ্চি? কর না, স্নান কর না গিয়ে। আমার উপরে স্নান কর্‌বার সময়ে তৈল দিবার ভার ছিল, আমি ত তা দিয়েছি, তবে এখন আর স্নান কর্‌তে তোমাদের প্রতিবন্ধকটা কি, তা ত কিছুই বোধগম্য হচ্চে না?

বৈদ্য। তা—তা—তা অবশ্য এ কথা যথার্থ বটে। আলিঙ্গন প্রকৃত স্নেহপদার্থ তার আর সন্দেহ কি? আমাদেরই তবে ভ্রম হয়েছে দেখ্‌চি। দেখ বন্ধু! আমরা, ভাই! তোমার মতন ন্যায়শাস্ত্র ত অধ্যয়ন করি নি, তাই হঠাৎ এরূপ ভ্রম হয়েছিল। তা যা হোক্, তুমি, ভাই! তাতে কিছু বিরক্ত হোয়ো না। এসো, আমরা এখন ঐরূপ পরস্পর আলিঙ্গন ও করস্পর্শাদিরূপ স্নেহ মর্দ্দন করে স্নান করিগে, আর বিলম্বে আবশ্যক নেই।

সকলে। অবশ্য [illegible]। এক্ষণে তবে সেই পরামর্শই ভাল।

(সকলের পরস্পর আলিঙ্গন ও গাত্রে হস্তস্পর্শরূপ স্নেহ ম্রক্ষণ অর্থাৎ তৈল মর্দ্দন, অনন্তর স্নান আহ্নিক প্রভৃতি নিত্য ক্রিয়া করণ)

ভৃত্য। মশাই গো! তবে কি মুই রুখুই চ্যান কর্‌বো? একটু ত্যাল পাবো না?

নৈয়া। (প্রতারণ করিয়া) হুঁঃ বেটার আবার সূক্ষ্ম বুদ্ধি দেখ। ওরে মূর্খ, আমি সকলকে যেমন তৈল মাখাল্যেম, তেমনি তোকেও ত

রাখিয়েছি, তবে যে বল্‌চিস বেটা "রংশই চ্যান করবো" যা যা যাঃ, স্নান কর গিয়ে। বেটার মূর্খতা দেখ। বেটা আবার আমার সঙ্গে বিচার হবার ইচ্ছা কচ্চে। (বিরক্ত হইয়া নদীতে গমন)

ভৃত্য। (স্বগত) না বাপু, আর কাজ নেই। এ বামুনটাই দেখ্‌চি, পাগলের গোদা। এ যাকে যেম্‌নি করি নে যাচ্চে, সে তাই কচ্চে। যাই রংশই চ্যান্ করিগে। (ভৃত্যের স্নান করিয়া তীরে উপবেশন)

(অনন্তর সকলের স্নান আহ্নিক সমাপন পূর্ব্বক তীরে আসিয়া উপবেশন. বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন এবং পক্ক কুষ্মাণ্ড লইয়া ভক্ষণ আরম্ভ। ভক্ষণ সময়ে——

বৈদ্য। ওঃ (উদ্গার) এইত ভায়া। কষ্টে স্বষ্টে অমৃত ত উদরস্থ করা গেলো। এক্ষণে চল তবে নদী পার হওয়া যাক। আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? আমাদের জ্যোতিষী ভায়া নিরূপণ করেছেন, এই গোমতী নদীতে অধিক জল নেই, সর্ব্বসমেত হরেদরে জানুপরিমিত জল হবে।

সকলে। (উল্লম্ফন) বটে, তবে আর কি? ক্ষণমাত্র আর বিলম্ব করা হবে না। ওরে নিম্বাদিত্য। নে আমাদের পুস্তক ও বস্ত্রাদি সকল শীঘ্র বন্ধন করে নে।

নিম্বা। যে আজ্ঞে ঠাকুর মশাই।

(নিম্বাদিত্যের পুস্তক এবং বস্ত্রাদির ভারবন্ধন ও মস্তকে করিয়া অবস্থান।)

জ্যো। ওহে চল তবে, ঐ দেখ নিম্বাদিত্য ভার মস্তকে প্রস্তুত। চল চল, আর বিলম্ব করো না।

নৈ। (উপবিষ্ট হইয়া) নাহে না, একটা কথা আছে। তোমরা আর একবার বোসো, পরামর্শ করি।

সকলে। আঃ কি আপদ্, শুভ যাত্রায় পদে পদে বিঘ্ন। বল, আর কি পরামর্শ আছে? এই বস্‌লেম্।

(সকলেরই পুনঃ উপবেশন।)

নৈয়া। কথাটা কি হচ্চে, যখন জ্যোতিষী ভায়াই নদীর পরিমাণ করেছেন, তখন ওঁকেই অগ্রসর হোতে হবে।

বৈদ্য। কি আপদ্! এই কথা, এর জন্য এত পরামর্শ। তা বল্লেই ত হোতো, উনি কি তাতে অসম্মত হতেন?

জ্যো। তবেইত (মস্তককম্পন) তবেই ত, আমাকেই অগ্রসর হোতে হবে। না, হঠাৎ আমি স্বীকার কর্ত্তে পাচ্চিনে।

সকলে। ওহে জ্যোতিষি ভায়া! তোমার কি হান কথা হচ্চে? তুমিইত ভাই, আমাদের পারকর্ত্তা কর্ণধার। তুমি অগ্রসর না হোলে কিরূপে চল্‌বে?

জ্যো। তাত বটে; কিন্তু একটি কথা কি,—ওরে নিম্বাদিত্য!—

নিম্বা। (অগ্রসর হইয়া) কি বল্‌চেন্ মশাই?

জ্যো। বাপু! আর একবার মোট্‌টা নামাতে হবে। আমি একবার পুস্তকখানা দেখ্‌বো।

নিম্বা। (স্বগত) কি জ্বালা! এই বামুনদের জালায় পরাণটা গেল। কতায় কতায় এঁদের পুতি পাঁজি না দেখলি, সলা ঠিক হয় না। এদিগে নিম্বাদিত্যের উপুয কত্তি কত্তি যে পরাণটা গেল তার খবর নেই! আর পারিনে বাপু! হায় হায় কেন যে ঝকমারি করে এই সত্যিপীরের মতন দেড়ে বামুনদের তল্পীদার হোয়ে এসেছিলুম্?

জ্যো। বেটা বিড় বিড় করে বক্‌চিস্ কি? শীঘ্র করে পুস্তক বাহির করে দে!

তৃতীয় অঙ্ক।

(নিম্বাদিত্যের ভারাবতরণ।)

নিম্বা। (পুস্তক বাহির করিয়া) নাও মশাই, নাও। (প্রদান)

জো। (পুস্তক নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) ওহে অমিত ভাই, কোনো মতেই অগ্রসর হবো না।

সকলে। কেন কেন? কি হোলো? তবে কি এতে অগাধ জল?

জো। আরে, স্থির হও স্থির হও। অগাধ জল হবে কেন? কথাটা কি হচ্ছে, শাস্ত্রে লিখ্‌চে "নগণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ, সিদ্ধে কার্য্যে সমং ফলং। যদি কার্য্যে বিপত্তিঃস্যান্মুখরস্তত্র হন্যতে" অর্থাৎ সমুদায়ের মধ্যে স্বয়ং কখনো অগ্রসর হোয়ে যাবে না। কারণ, অগ্রসর হোয়ে যদি কোনো বিঘ্ন না হয়, তাহলে ত ভালই, সকলেরই সমান ফল হয়, কিন্তু যদি দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ কোনো বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তা হলে সর্ব্বনাশ হতে সেই অগ্রগামীরই হয়। অতএব, ভাই, আমি এত বড় বিখ্যাত সুপণ্ডিত হোয়ে, কিরূপে এরূপ অশাস্ত্রীয় কার্য্যটা করবো?

নৈয়া। আচ্ছা, তবে এক কার্য্য করা যাক,—আমরা ত সকলেই পণ্ডিত, সুতরাং আমরা কিছু অশাস্ত্রীয় কার্য্য কেউ কর্ত্তে পারবো না। কিন্তু নিম্বাদিত্য ত পণ্ডিত নয়, অতএব একেই কেন অগ্রসর করে যাওয়া যাক্ না? কি বল?

সকলে। (উল্লম্ফন পূর্ব্বক) ঠিক্ ঠিক্, এই পরামর্শই সুপরামর্শ।

নৈয়া। ওহে নিম্বাদিত্য?

নিম্বা। আজ্ঞে কি বলচেন, ঠাকুর মশাই?

নৈয়া। ওহে শীঘ্র করে ভার মস্তকে কর।

নিম্বা। যে আজ্ঞে।

(পুস্তকাদি বন্ধন পূর্ব্বক ভার মস্তকে দণ্ডায়মান হওন।)

নৈয়া। নে, চল্, নদীতে অগ্রসর হোয়ে চল্। আমরা তোর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কচ্চি।

নিম্বা। (রোদন স্বরে) না মশাই! মুই তা পাব্‌ব না। অ্যাত্তে বড্ডি জল,—লগি লাগে না। মুই কাঙ্গালের ছাওয়াল্ (রোদন)

সকলে। ওরে ও নিম্বাদিত্য! ওরে আমরা শপথ করে বল্‌চি তোর কিছু ভয় নেই।

নিম্বা। না মশাই, অ্যাতে অগাধ জল।

জ্যো। ওরে আমি কাঠাকালি করে দেখেছি, এতে হরে দরে হাটু জল আছে। তুই অনায়াসে যেতে পারবি।

নিম্বা। তবে মশাইরাই এগোন না কেন?

নৈয়া। ওরে মূর্খ! আমরা যে পণ্ডিত, আমাদের অগ্রসর হোতে নেই, আর তুই হচ্ছিস্ মূর্খ, তোর্‌ত তাতে মানা নেই। তাই তোকেই আমরা অগ্রসর হোতে বল্‌চি, বুঝ্‌লি, আর কিছু কারণ নেই। যদি কোনো ভয়ই থাক্‌ত, তা হলে তোকেই বা কেন অগ্রসর কর্ত্তে ইচ্ছা কর্‌বেম?

নিম্বা। না মশাই! অ্যাও কি কথন হয়? এ কি জমী যে কাঠাকালি করি মাপ কবব্বা? না বাপু! আমি যাতি পারবো না। মশাইরাই যান্। মুই এই চটিতি যাই। মশাইদের এই মোট্ রইল।

(নিম্বাদিত্যের ভার প্রক্ষেপ ও পলায়নের উদ্যোগ।)

(নৈয়ায়িকের নিম্বাদিত্যের মস্তকে ভার স্থাপন এবং তাহাকে মারিতে মারিতে)

নৈয়া। বেটা বড় বুদ্ধিমান্! তুই কোন্ শাস্ত্র পড়িছিস্ বেটা?

বেটার আক্কেল দেখো। আমরা এক এক জন এক একটা দিগ্‌গজ পণ্ডিত, আমরা সকলেই একবাক্যে জ্যোতিষী ভট্টাচার্য্য মশায়ের গণনায় বিশ্বাস কর্ত্তে পাল্লেম, কিন্তু এঁর আর বিশ্বাস হোলো না। বেটা মোট ফেলে চটিতে যাচ্চেন। কোথায় যাবি বেটা? চটিতে কি তোর বাবা, না খুড়ো আছে? বেটা জানিস্ নে, কথা না শুনলে, "প্রহারেণ ধনঞ্জয়, হতে হবে। চল বেটা চল, আর কাঁদতে হবে না।

সকলে। ওহে আর না আর না। আর প্রহার করো না। যাচ্চে যাচ্চে।

নিম্বা। (রোদন স্বরে স্বগত) যাই তবে, রামে মাল্লেও মরবো আর রাবণে মাল্লেও মরবো। যাই।

(নদীতে নিম্বাদিত্যের অগ্রে অগ্রে ও পণ্ডিতমূর্খ গণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন)

(নিম্বাদিত্যের জলমগ্ন হইবার উপক্রম)

বৈদ্য। ওহে ওহে জ্যোতিষি ভায়া! ওহে তোমার এ কিরূপ গণনা হে? নিম্বাদিত্য যে জল মগ্ন হোচ্চে। কি সর্ব্বনাশ। এখন উপায়।

জ্যো। ওহে আমার গণনায় কি কখনো ভ্রম হতে পারে? তাত নয়। দৈবাধীনই এক হাটু জলেই এইরূপ সর্ব্বনাশ উপস্থিত হোলো বিবেচনা কর্ত্তে হবে। তা যা হোক, এক্ষণে তবে শীঘ্র এক কার্য্য কর। শাস্ত্রে লিখেছে "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতং" অতএব অসি দ্বারা শীঘ্র এর মস্তকচ্ছেদ করে অর্দ্ধেকটা সংগ্রহ কর।

বৈদ্য। ওহে বল কি হে? মস্তকটা সংগ্রহ কল্লেই কি অর্দ্ধেক সংগ্রহ করা হবে?

জ্যো। হাঁ হে হাঁ, আর বিলম্ব করো না।

বৈদ্য। আচ্ছা, তবে তাই করি।

(নিম্বাদিত্যের মস্তকচ্ছেদন পূর্ব্বক হস্তে গ্রহণ)

(অন্যান্য সকলেরই চীৎকার)

সকলে। ওহে ওহে জ্যোতিষি ভায়া। আমরাও যে যাই! আর যে অগ্রসর হওয়া যায় না। ওহে ক্রমশঃ জলমগ্ন হলেম যে, এক্ষণে উপায়?

(হঠাৎ একটী ক্ষুদ্র নৌকা দর্শনে)

সকলে। ওহে ওহে মাঝিভায়া! ওহে আমরা ব্রাহ্মণ। জলমগ্ন হচ্ছি। শীঘ্র আমাদিগকে উদ্ধার কর।

মাঝি। ওগো ঠাকুর মশায়রা। কিছু ভয় নেই। এই আমরা তোমাদেরকে নৌকায় তুলে নিচ্ছি।

[মাঝিরা পণ্ডিতমূর্খচতুষ্টয়কে তুলিয়া লইতে লইতে প্রস্থান।

পটপ্রক্ষেপ।

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উজ্জয়িনী নগরী।

বিক্রমাদিত্যের অন্তর্ব্বাটীর পশ্চাদ্ভাগের পয়ঃপ্রণালী।

(চারি জন পণ্ডিতমূর্খের কাঁপিতে কাঁপিতে প্রবেশ)

(এক জনের হস্তে ভৃত্যের ছিন্নমস্তক)

নৈয়া। ওহে, এখন আর গতদুঃখের অনুশোচনা বৃথা। যাহা, রাজপ্রহরীরা যে চোর বিবেচনা করে, আমাদিগকে প্রহার করলে, তাতে আমাদের দুঃখ প্রকাশ করা নিতান্ত মূর্খতা। কারণ, এ প্রহার চোরেরই বিবেচনা কর্ত্তে হবে। আমরা ত আর চোর নই যে প্রহারে দুঃখিত হবো?

বৈদ্য। তা এ কথা যথার্থ। এ প্রহার চোরেরই হোয়েছে তার আর সন্দেহ কি? কারণ, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" অর্থাৎ যে, যেরূপে জ্ঞান করবে, তার সেইরূপই ফল হবে। অতএব প্রহরীরা যখন আমাদিগকে চোরবুদ্ধিতে প্রহার করেছে, তখন তাদের এ প্রহার চোরের উপরেই হোয়েছে, আমাদের উপরে হয় নি। বলতে কি, এ অবস্থায় আমাদের বেদনা বোধ করা অথবা অপমানিত বিবেচনা করা, দুইই মূর্খতা। কেমন হে জ্যোতির্ব্বিদ ভায়া। তুমি কি বল? এ কথা যথার্থ কি না?

জ্যো। তা যথার্থ, কিন্তু এক্ষণে এই শুভমুহূর্ত্তের মধ্যে মহা

রাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার উপায় কি? সে বিষয়ে যা হয় একটা পরামর্শ স্থির কর। বলতে কি, আমার যে, এখন এই ভাবনাই বলবতী হোয়ে উঠেছে।

নৈয়া। তাইত হে! এখন উপায়? অবশেষে 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' হোয়েই কি ফিরে যেতে হোলো?

বৈদ্য। ওহে, তবে এক কার্য্য কর। এসো, আমরা সকলে মিলে একস্বরে চীৎকারপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ পাঠ করি, তা হোলেই মহারাজের শ্রুতিগোচর হবে, আর তা হোলেই মহারাজ নিদোষিত হোয়ে, আমাদের এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ আশীর্ব্বাদ শুনে, বহু সমাদরপূর্ব্বক আহ্বান করে পাঠাবেন, কি বল যথার্থ কি না?

কবি। না হে না, এমন পরামর্শ কদাচ করো না। অবশেষে প্রাণটা হারাবে? আমরা চীৎকার কল্লে এখনই যমদূতের ন্যায় প্রহরীরা এসে, বন্ধনপূর্ব্বক রীতিমত উত্তম মধ্যম প্রদান করবে। এমন কার্য্য কি কত্তে আছে? বরং অন্য কোনো এমন উপায় চিন্তা কর, যাতে একেবারে মহারাজের সম্মুখীন হওয়া যায়।

নৈয়া। হুঁ হুঁ, (শিরঃকম্পন) কবিরাজ ভায়া যথার্থ যুক্তিসঙ্গত কথা বলেছেন। (চিন্তা)

বৈদ্য। তবেই ত, এখন উপায়?

নৈয়া। (দীর্ঘনিশ্বাস প্রক্ষেপ সহ) আর উপায়! সদরদ্বার দিয়ে যাবারই যো নেই। দেখলে ত প্রহরীরা চোর বিবেচনা করবে, কি না দুর্গতি কল্লে! (চিন্তান্তে পয়ঃপ্রণালীর প্রতি দৃষ্টিপাতে সহর্ষে) হোয়েছে হে হোয়েছে—উৎকৃষ্ট উপায় হোয়েছে।

বৈদ্য। কি কি, কি উপায় হ'য়েছে?

নৈয়া। দেখ, এক কার্য্য কর, এই যে দেখ্‌চো রাজবাটীর অন্তঃপুরীর পশ্চাৎ ভাগের পয়ঃপ্রণালী——

বৈদা। হাঁ, তা ত দেখ্‌ছি, কি কর্ত্তে হবে? এই পথ দিয়ে প্রবিষ্ট হোতে হবে না কি?

নৈয়া। তা ক্ষতিই বা কি? পরে অবগাহন কল্লেই ত হবে।

বৈদা। তবে তোমরাই প্রবিষ্ট হও। আমার সাধ্য নাই। আমি বাসায় প্রতিগমন করি।

জ্যো। ওহে, তুমি কিরূপ পণ্ডিত? যে, সৎ অসৎ বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করে, তারেই ত পণ্ডিত বলে। তোমার এই কি সদ্বিবেচনা হোলো? আমি এক জন এত বড় জ্যোতিষশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত, আমি যখন তোমাকে পুনঃপুনঃ বল্‌ছি, এক্ষণে শুভমুহূর্ত্ত, মাহেন্দ্রযোগ, এই মাহেন্দ্রযোগে যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হবে, তাতেই শুভ হবে, তখন তুমি কি ব'লে, আমার মতে অসম্মতি প্রদর্শন কচ্চো?

বৈদা। ওহে তোমার শুভমুহূর্ত্তের ফলেই বা আর বিশ্বাস কি? এই ত, তার ফল হাতে হাতেই প্রহরীদের নিকটে পাওয়া গেল।

নৈয়া। ওহে বৈদান্তিক ভায়া। এ কথাটি আমার সহ্য হোলো না। ইতিপূর্ব্বেই ত তার মীমাংসা হোয়ে গেছে যে, প্রহরিগণ যখন আমাদিগকে চোরবুদ্ধিতে প্রহার করেছে, তখন ও প্রহার চোরেরই হোয়েছে, আমাদের কখনই হয় নি, তখন আবার তুমি সে কথা উত্থাপন করে মুহূর্ত্তের দোষ দিচ্চ কেন? এ তোমার ভারি অন্যায়।

বৈদা। আচ্ছা, তা যেন হোলো। আমরা এরূপ অবস্থায় প্রবিষ্ট হোলে, মহারাজ যদি আমাদিগকে দেখে অশ্রদ্ধা করেন, তা হোলে কি হবে?

জ্যো। তা হলে—তা হোলে আর কি হবে? তা হোলে আমি এই জ্যোতিষের পুস্তক খানা ছিন্ন ভিন্ন করে নদীতে ফেলে দেব—এই হবে।

নৈয়া। ওহে কবিরাজ ভায়া! চল তবে। আর বাগ্‌বিতণ্ডা কোরো

জ্যোতিষি ভায়াকে ক্রুদ্ধ করবার আবশ্যক নাই। এক্ষণে তুমিই তবে অগ্রে প্রবিষ্ট হও। কারণ, তুমি হোলে কবিরাজ। আজন্মকাল বৈদ্য-শাস্ত্রসম্মত পক্কহরীতকী ও পক্ককুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করে আসচ। সুতরাং তুমি স্থূল হোলেও আমাদের যুক্তিতে অতীব কৃশ বলে প্রতীয়মান হচ্চ। ফলত অগ্রে তোমার ন্যায় কৃশ ব্যক্তিরই এতে প্রবিষ্ট হওয়া যুক্তিসঙ্গত ও উচিত। তার পর তুমি যদি একবার প্রবিষ্ট হোয়ে "মা দুর্গা" বলে পরপার প্রাপ্ত হও, তা হলেই হোলো। আমরা তা হলে, তোমারই সাহায্যে ঢকে পোড়বো, কি বল? এই যুক্তিই ভাল না?

বৈদ্য। হুঁঃ "তা হোলেই হোলো" বল্লে, ওহে তা হোলে আর বিশেষ সুবিধাই বা কি হোলো?

নৈয়া। হা হা, হা, (হাস্য) ওহে এও কি তোমাদের সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে এলো না? ওহে, যে ব্যক্তি অগ্রে প্রবিষ্ট হবে, সে, পরবর্ত্তিপ্রবিষ্ট ব্যক্তির শিখা গ্রহণ পূর্ব্বক সবলে আকর্ষণ করে দুস্তর পয়ঃপ্রণালীর পারকর্ত্তা হবে। আর যারা বাহিরে থাক্‌বে, তারা সবলে ঠেলে ঠেলে দেবে, তা হলেই হোলো।

বৈদ্য। বেশ বেশ, এই পরামর্শই তবে সুপরামর্শ। ওহে কবি-রাজ ভায়া! তবে আর বিলম্ব কেন? ওহে, এই পয়ঃপ্রণালীর। উৎ-পত্তি স্থানে তুমি তবে অগ্রে প্রবিষ্ট হোয়ে আমাদিগকে পথ প্রদর্শন কর।

কবি। না হে না। এও কি কখন হয়? (জিহ্বাকর্ত্তন) নৈয়া-য়িক ভায়া যদিও আমাদের অপেক্ষা স্থূল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অনুমান করে দেখ্‌তে গেলে, উনি কখনই স্থূল নন্। কারণ, ওঁর বুদ্ধি অতি সূক্ষ্ম অর্থাৎ অতিবুদ্ধি। অতএব যার বুদ্ধি সূক্ষ্ম চুলের খেইয়ের মতন, তার শরীর কি কখনও দিগ্‌গজের ন্যায় হোতে পারে? কি বলেন মহাশয়, এ অনুমান সত্য কি না?

জ্যো। সত্য, এ কথা অতীব যথার্থ। উঃ হুঁঃ হুঁ (শিবঃকম্পন) নৈযাযিক ভাযা নইলে কি এরূপ বুদ্ধির অগম্য অনুমান কর্ত্তে, কারো ক্ষমতা হয় ?

কবি। ওহে আমি যে নৈযাযিক নই, তবে অবশ্য আমাদের যখন নাড়িটেপা ব্যবসায' তখন অনুমানখণ্ডটা ভাল করেই পড়তে হয বটে।

নৈযা। তা আর এক বার ক'বে ? তোমরা যদি অনুমানশাস্ত্রে পারদর্শী না হতে, তা হলে জীবন থাকতে কি কেউ গঙ্গাযাত্রা কর্ত্তে পেতো ?

কবি। তা যা হোক, এক্ষণে তবে তুমিই অগ্রসর হও। তোমা কেই ত আমরা যুক্তিমূলক অত্যন্ত কৃশ দেখছি। অতএব তুমি থাকতে আমি কি এই নর্ম্মদা তীর্থে সর্ব্বাগ্রে প্রবিষ্ট হোতে পারি ?

(সকলেরই অট্টহাস্য)

নৈযা। ওহে কবিরজ ভাযা। বেশ বেশ তুমিই আমাদের মধ্যে যথার্থ রসিক। দেখ, বৈদান্তিক ভাযা এমন শুদ্ধ পয়ঃপ্রণালিকে উৎপত্তি স্থান বলে ঘৃণা প্রকাশ কল্লেন। আচ্ছা ভাই, আমিই যদি তোমাদের অনুমানে সূক্ষ্ম বলে নির্ণীত হল্যেম, তবে আমিই যাই (উত্থিত) নর্ম্মদা তীর্থে আমিই অগ্রে অবগাহন করে পিতৃপুরুষকে উদ্ধার করিগে।

(প্রণালির নিকটে গিয়া)

ভাল, কবিরাজ ভাযা ! একটি কথা বলি।

কবি। কি কি, কি বল ? আবার কি হোলো ? অনুমানে কি কোনো ব্যভিচার পড়েছে ?

নৈযা (হাস্য) নাহে না, তোমার অনুমানে কি ব্যভিচার হে'তে পারে ? তাত নয। কথাটা হচ্চে কি, তীর্থে স্নান ত অমনি কর্ত্তে

নাই। সংকল্প যে কর্ত্তে হয়। অতএব এক্ষণে আমি যে এই নর্ম্মদাতে স্নান কর্ত্তে যাচ্চি, আমাকে সকল্পটা কে করাবে তাই ভাব্‌চি।

বৈদা। (অগ্রসর হইয়া) কেন, আমি সংকল্প করাব। তুমি প্রবিষ্ট হও ত। তার পর দেখো, এমন বেদান্তসম্মত সংকল্প করাব, তা হুঁঃ হুঁঃ হুঁং বলি, হরি বোলে ঢুকেই ন পড়ো।

নৈয়া। জয় মা পতিতপাবনি নর্ম্মদে। এই তো মা ঢুবে পোড্‌ল্যেম।

নৈয়া। (প্রবিষ্ট হইয়া) কৈ, সংকল্পের মন্তটা বল না হে?

বৈদা। এই বলি, বিষ্ণুর্ঁ তৎসদদ্য, বসন্তে মাসি, হেমন্তে পক্ষে, মার্গশীর্ষনক্ষেত্রে চন্দ্রে, প্রায় দুই প্রহর এক ঘটিকা রাত্রিকালে, অবিমুক্ত বারাণসী তুল্যে উজ্জয়িনী নগরে শ্রীলশ্রীবীরভূপাল রাজরাজেন্দ্র বিক্রমাদিত্যস্য অন্তঃপুরে, পশ্চাদ্ভাগস্য বিষ্ঠামূত্রাদি সঙ্কুলায়াং, পয়ঃপ্রণাল্যাং, রাজদর্শনকামনয়া, ভবদ্যাজগোত্র শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ দেবশর্ম্মা, মস্তকপ্রবেশনরূপস্নানকার্য্যমহং করিষ্যে। ওঁ গয়া গঙ্গা হরিঃ।

(নৈয়ায়িকের প্রণালিমধ্যে প্রবেশ।)

সকলে। (হাস্য) অতি চমৎকার সংকল্প। ওহে বেদান্তিক ভায়া। বলি, এই সংকল্পের মন্ত্রটা ব্যাসদেব, না শঙ্করাচার্য্যকৃত? না, এই শুদ্ধতীর্থ স্থান দেখে, চিত্তের প্রফুল্লতা হওয়ার আপনা আপনিই মুখ হতে বাহির হলো?

নেপথ্যে। ওহে নাও নাও। এখন রহস্যের সময় নয়। এখন তোমরাও তবে একে একে প্রবিষ্ট হও। আর বিলম্ব করো না।

কবি। নাও ভায়া। আর রহস্যে প্রয়োজন নাই। শুভ মুহূর্ত্ত আবার বয়ে যাবে? চল চল, ক্রমশ প্রবিষ্ট হোতে আরম্ভ কর। না হয়,

আমিই এবার যাই। ওহে নৈয়ায়িক ভায়া ? ওহে আমার শিকে টুকু ছোঁয়ো, একটু আস্তে টেনো।

নেপথ্যে। ওহে তীর্থের মধ্যে একবার মস্তকটা ত দাও।

বদি। আচ্ছা ভাই। যা থাকে কপালে, এই দিল্যেম।

(বাহির হইতে জ্যোতিষী এবং বৈদান্তিকের সবলে উৎকর্ষণ।)

ওহে ওহে, বড় বেদনা বোধ হচ্চে হে। ওহে একটু ধীরে ধীরে, উঃ হু, হু, এ তীর্থ যে বড় সহজ নয়। দুর্গন্ধে যে মাতৃদুগ্ধও উঠে পড় ছে।

জ্যো। কি করবে, ভাই। হরি বোলে ঢুকে পড়।

বদি। (প্রবিষ্ট হইয়া।) আঃ পুনর্জন্ম হোলো।

জ্যো। এবার পুরোহিত ঠাকুর। তুমিও তবে নর্ম্মদায় অবগাহন কর।

বৈদা। ওহে জ্যোতিষি ভায়া। আমি বৈদান্তিক, আমাকে তুমি ও রূপ রহস্য কত্তে পারবে না, তা জানো ? আমার পক্ষে এ বাস্তবিকই নর্ম্মদা। যাক, এক্ষণে তবে প্রবিষ্ট হচ্চি। কিন্তু তুমি একটু সাবধান হোয়ে ঠেলো, বুঝলে ?

জ্যো। তা বুঝেছি, তুমি মাথা দাও না।

(বৈদান্তিকের প্রবেশ ও পূর্ব্ববৎ চীৎকারাদি)

নেপথ্যে। ওহে জ্যোতিষি ভায়া। এই বার তোমারই কঠিন হোলো দেখ্‌চি। তোমার ত একটু পশ্চাৎ হতে ঠেলবার লোক নেই, এখন উপায় ?

জ্যো। ওহে যখন মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হই, বলি, তখন আমার পশ্চাৎ হতে কে প্রেরণ করেছিল ? ... এখনও সে প্রেরণ [illegible]।

এখনও সেই প্রেরক হবে। তার জন্য আর চিন্তা কি? তবে তোমরা একটু ভিতর হতে বিশেষ সাবধান হোয়ে আকর্ষণ করো যেন ত্রিশঙ্কুর ন্যায় মাঝামাঝিই থেকে যাইনে?

মেগথ্যো। কিছু চিন্তা নাই। শীঘ্র প্রবিষ্ট হও। শুভক্ষণ উত্তীর্ণ হোয়ে যায়।

জ্যো। না আর বিলম্ব কি? "জয় মা দুর্গে।"

(প্রয়ঃপ্রণালিতে প্রবেশ পূর্ব্ববৎ চীৎকারাদি)

পটপরিবর্ত্তন।

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজার অন্তঃপুরস্থ গৃহপ্রাঙ্গণ।

অনতিদূরে একটি গৃহে চেটারা নিদ্রিত।

কর্দ্দম ও রক্তাক্তকলেবরে চারি জন পণ্ডিত মূর্খের অবস্থিতি।

নৈয়া। ওহে এক্ষণে এই ভস্তামণ্ড কোথায় রাখা যায়?

বৈদ্য। তার জন্যে ত বড় চিন্তা নাই, কিন্তু এই পুস্তকগুলি এরূপে সঙ্গে রাখা হবে না।

জ্যোতি। কেন থাকনাই বা, তাতে আর ক্ষতি কি?

বৈদ্য। অমন কথা বোলো না। সংপূর্ণ ক্ষতি। শাস্ত্রে লিখেছে পুস্তকস্থা চ যা বিদ্যা, পরহস্তে গতং ধনং। কার্য্যকালে তু সংপ্রাপ্তে, ন সা বিদ্যা, ন তৎ ধনং॥" বুঝলে?

জ্যো। না ভাই, তুমি যেরূপ আবৃত্তি কল্লে, তাতে আমার পিতামহেরও সাধ্য নাই যে বোঝেন্। তা যাক্, তাৎপর্য্যটাই কি বল।

বৈদ্য। তাৎপর্য্যটা হচ্চে কি, বিদ্যা যদি পুস্তকস্থা হয়, ও ধন যদি পরহস্তে থাকে, তা হোলে কার্য্যকালে কোনো উপকারে লাগে না। অতএব ভাই, আমাদের উচিত বিদ্যা কণ্ঠস্থ করে রাখি।

সকলে। তা বেশ, তাতে আর ক্ষতি কি? এখনই কণ্ঠস্থ করে রাখ্‌চি।

(সকলেরই আপন আপন পুস্তক নিষ্কাষণ পূর্ব্বক কণ্ঠদেশে উত্তমরূপে বন্ধন।)

বৈদা। তাত হোলো, বলি, বিদ্যা তো কণ্ঠস্থ করা হোলো, কিন্তু এক্ষণে এইরূপে পঙ্ক ও রক্তাক্ত কলেবরে কি করে মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে যাওয়া যায়? আমার বিবেচনায়, এক বার স্নান করে নিলে ভালো হোতো, কিন্তু কৈ এখানে ত এমন কোন উপায় দেখ্‌চি যে নে, স্নান করে পরিষ্কৃত হওয়া যায়? তাই ত, এখন কি করা যায়।

নৈয়। হুঁঃ হুঁঃ উঁ (হাস্য) ওহে বৈদান্তিক ভায়া! এখন আর তোমার ব্রহ্মের ক্ষমতা নাই যে, তিনি আমাদিগকে স্নান করান্। (হাস্য সহ চেটীদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ) বলি, ঐ ঐ ঐ দেখ্‌চ ত? ওরা কারা নিদ্রিত আছেন, বুঝেছ?

বৈদা। ছি ছি ছিঃ, পরস্ত্রী। ওহে নৈয়ায়িক ভায়া। তুমি কি একেবারে কাণ্ডজ্ঞানানবচ্ছিন্ন। "পরস্ত্রী মাতৃবৎ" এ উপদেশ কি বিস্মৃত হোয়েছ? হা ধিক্।

নৈয়া। ওহে বৈদান্তিক ভায়া। তুমি যদি বাপু একটু স্থির হোয়ে শ্রবণ করো, তা হলে আমি তোমাদের বেদান্তশাস্ত্রের মতেই এই বচনের প্রকৃত ব্যাখ্যাটা করে দি।

জ্যো ও কবি। বেশ ত বেশ ত। উপযুক্ত ব্যাখ্যা হোলে সকলকেই গ্রাহ্য কত্তে হবে।

বৈদা। অবশ্য।

নৈয়া। দেখ, "পরস্ত্রী মাতৃবৎ' এখানকার 'পর' শব্দের অর্থ পরমাত্মা, 'স্ত্রী' শব্দে মায়া, এবং 'মাতৃ' শব্দে পরিমাণ ও 'বৎ' শব্দে বিশিষ্ট। অর্থাৎ পরমাত্মার স্ত্রী যে মায়া, তাহাকে পরিমাণ বিশিষ্ট বোধ

করবে। এদিকে জীবমাত্রেই ব্রহ্ম। সুতরাং আমি, তুমি, ইনি, উনি, সকলেই ব্রহ্ম, কি বল, সত্য কি না?

বৈদ্য। সে কথা যথার্থ।

নৈয়া। তবে আর কি, চল, ঐ সুরসুন্দরী নিবিড়নিতম্বিনী চেটীগণের যৌবনসলিলে ঝম্প প্রদান করি, তা হলেই শরীরের ক্লেদ সমস্ত ধৌত হ'য়ে যাবে।

জ্যো। তা এ পরামর্শ বড় মন্দ নয়। কারণ, আমাদের জ্যোতিষ শাস্ত্রের গোলাধ্যায়ে এক স্থানে দৃষ্টান্ত বিধায় লিখেছে যে, স্ত্রীলোকের যৌবনরূপী সলিল গঙ্গাসলিল তুল্য। পুণ্যবানেরাই এই সলিলে অবগাহন কর্ত্তে পারে।

বৈদ্য। তবে চল ভাই, ঐ সলিলেই অবগাহন করা যাক আর ব্যর্থ ব্যর্থ সময় নষ্ট করবার আবশ্যক কি?

সকলে। আচ্ছা তবে চল, এই পরামর্শই সুপরামর্শ।

(পণ্ডিতমূর্খগণের সশব্দে চেটীগণের গৃহে প্রবেশ। চেটীগণের সহসা জাগরিত হইয়া চীৎকার। চীৎকার শ্রবণে দুই জন প্রহরীর প্রবেশ।)

(প্রহরীদের দস্যু বিবেচনায় পণ্ডিতমূর্খগণকে বন্ধনপূর্ব্বক কযাঘাত এবং বহুবিধ গালি প্রদান। পণ্ডিতমূর্খগণের রোদন।)

(একজন প্রহরী সহ কঞ্চুকীর প্রবেশ।)

কঞ্চু। কৈ? কৈ? কোথায় হে? কোথায় তারা?

প্রহ। আজ্ঞে, এই এই এদিকে আসুন (দৃষ্টিপাতে) ঐ ঐ ঐ দেখুন প্রহরীরা মাত্তে মার্ত্তে নিয়ে আস্‌চে।

কঞ্চু। (স্বগত) তাই ত, এঁরা যে দেখ্‌চি ব্রাহ্মণ! ব্রাহ্মণ হয়ে

দস্যুবৃত্তি! কি আশ্চর্য্য! যা হোক, এঁদের বাঁচাতে হবে। (প্রকাশে প্রহরীদের প্রতি) ওহে তোমরা আর মেরো না।

প্রহ। যে আজ্ঞে। (প্রহারনিবৃত্তি)

কঞ্চু। ওহে তোমাদিগকে দেখে, ব্রাহ্মণ বোধ হচ্চে। অতএব তোমাদের ক্ষমা কচ্চি। তোমরা আর বিলম্ব করো না। শীঘ্র এখান হতে প্রস্থান কর। অন্যথা ঘোরতর বিপদে পড়বে।

বৈদ্য। মহাশয়। আমরা দস্যু নই। আমরা মহারাজ বিক্রমাদিত্য নরপতির নিমন্ত্রিত চার জন পণ্ডিত।

কঞ্চু। বল কি তোমাদিগকে কি বঙ্গাধিপতি পাঠিয়েছেন?

নৈয়া। আজ্ঞে ঠিক্ অনুমান করেছেন।

কঞ্চু। তবে যে তোমরা এরূপ অবস্থায় এবং এই ঘোর তমসা রাত্রিতে দস্যুবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক প্রবিষ্ট হোয়েছ, এর কারণ কি?

নৈয়া। আজ্ঞে অনুমান করেই দেখুন্ না কেন?

কঞ্চু। ওহে তোমরা কিরূপ ব্রাহ্মণ হে? তোমাদের মনে কি কিছুমাত্র বিভীষিকা নাই?

জ্যো। আজ্ঞে, যদি কোনো বিভীষিকাই হবে, তা হলে, আমার শুভমুহূর্ত্তের ফলই বা কি হোলো?

কঞ্চু। (স্বগত) তবে এরাই পণ্ডিতমূর্খ না কি? না, এও কি সম্ভব? (প্রকাশে) ওহে তোমাদিগকে আমি দয়া করে এখনও প্রাণ ভিক্ষা দিচ্চি। ভাল চাও ত আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করো না। প্রস্থান কর। ওহে প্রহরিগণ!——

প্রহ। আজ্ঞে কি বল্‌চেন?

কঞ্চু। ওহে তোমরা এই দরিদ্র ব্রাহ্মণগণকে আর কিছু বোলো না।

প্রহ। যে আজ্ঞে।

কঞ্চু। যাও, ইহাদিগকে সঙ্গে করে বাটীর বাহির করে দিয়ে এসো।

প্রহ। যে আজ্ঞে।

বৈদা। মহাশয! একটি নিবেদন আছে।

কঞ্চু। কি? আবার কি নিবেদন?

বৈদা। মহাশয। আমরা শুভমুহূর্ত্ত দেখে, এই অন্তর্ব্বাটীর পয়ঃ-প্রণালী দিয়ে অতি কষ্টে সৃষ্টে প্রবিষ্ট হোয়েছি। তার পর যথোচিত শাস্তিও পাচ্ছি, সুতরাং এ অবস্থায—বিশেষ এমন মাহেন্দ্রযোগে, মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ না করে, কখনই প্রতিগমন করবো না। মহাশয। আমাদের জীবন যায যাক্, তথাপি এমন সময়ে সাক্ষাৎ না করে কদাচ যাব না।

প্রহ। বেটাদের আবার চালাকি দেখ! চল্ বেটারা চল্। আর দেরী করে কেন প্রাণ হারাবি?

কঞ্চু। (স্বগত) তাই ত, এরা দস্যু কি ক্ষিপ্ত কিছুই যে বুঝ্তে পাচ্চিনে। যা হোক, এখন সহজে এদের ছাড়া হ'বে না। (প্রকাশে) ওহে প্রহরিগণ! দেখ, তোমরা সাবধান। আর ইহাদিগকে কখনই ছেড়ো না। বন্ধন পূর্ব্বক কারাগৃহে লয়ে যাও। কল্য প্রাতে মহারাজের নিকট ইহাদের বিচার হবে।

প্রহ। যে আজ্ঞে।

[পণ্ডিতমূর্খগণকে বন্ধনপূর্ব্বক কষাঘাত করিতে করিতে প্রহরীগণের প্রস্থান।

[অপর পার্শ্ব দিয়া কঞ্চুকীর প্রস্থান।

পটপ্রক্ষেপ।

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক।

রাজসভা।

সিংহাসনে রাজা আসীন।

যথাস্থানে মন্ত্রী, কঞ্চুকী ইত্যাদি উপবিষ্ট।

কিয়ৎক্ষণ পরে পণ্ডিতমূর্খগণকে বন্ধনদশায় লইয়া প্রহরি-
গণের এবং পশ্চাৎ চেটীগণের প্রবেশ।

(চেটীগণ ও পণ্ডিতমূর্খগণের রোদন)

মন্ত্রী। তোমরা স্থির হও। আর রোদন করবার আবশ্যক নাই। এখনই বিচার হচ্চে। (পণ্ডিতমূর্খগণের প্রতি) ওহে, তোমরাও কিঞ্চিৎ স্থির হও। আর রোদন কল্লে কি হবে বল? যেমন কার্য্য করেছ এখন তার প্রতিফল ভোগো।

বৈদা। আমরা কি সত্যই প্রহারবেদনায় ব্যথিত হোয়ে অশ্রুপাত কচ্চি, তা মনেও করো না। আমরা গতরাত্রে শুভক্ষণে মহারাজের চারুচন্দ্রানন নিরীক্ষণ কর্ত্তে পাল্লেম না, তাই শোকাশ্রু বিসর্জ্জন কচ্চি। যা হোক্, এক্ষণে কিয়ৎক্ষণ স্থির হউন। আমরা মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করে নি, তার পর আপনাদের যা কর্ত্তব্য হয় কর্ব্বেন। (রাজার প্রতি) মহারাজ! আমি বৈদান্তিক পণ্ডিত। আমার আশীর্ব্বাদ শ্রবণ করুন।——

উভৌ কাকবকাকারৌ, পীতাম্বরদিগম্বরৌ।
সগুণো নির্গুণঃ পাতু, আমোঘাঃ ব্রহ্মণাশিষঃ॥

অর্থাৎ পরব্রহ্ম দ্বিবিধ। সগুণ ও নিগুণ। তার মধ্যে যিনি সগুণ ব্রহ্ম, তিনি কাকের ন্যায় সকলের বাটীতেই গমন করেন, অর্থাৎ কাকেরা যেমন যৎকিঞ্চিৎ আহার পেলেই গমন করে, তদ্রূপ সগুণব্রহ্মও একটু কচো নৈবেদ্য পেলেই গমন করেন। আর যিনি নিগুণব্রহ্ম, তিনি বকের ন্যায়, অর্থাৎ বক যেমন লোকালয়ে থাকে না, নির্জনে নদীতীরে বিচরণ করে, তদ্রূপ নিগুণ ব্রহ্মও লোকালয়ে আগমন করেন না। কিন্তু যে ব্যক্তি নির্জনে বোসে, চক্ষু নিমীলন করে আপন হৃদয়স্থিত ভক্তিরূপ সরোবরে প্রেমরূপ মৎস্য প্রক্ষেপ করে, নিগুণব্রহ্ম, সেই খানে বকরূপে বিচরণ করেন। রাজন। ভবৌ কাকবকাকারৌ' এই পদের অর্থ হোলো। এক্ষণে "পীতাম্বরদিগম্বরৌ শব্দের অর্থ বলি শ্রবণ করুন। অর্থাৎ যিনি সগুণব্রহ্ম, তার পরিধান বস্ত্র পীত, আর যিনি নিগুণব্রহ্ম তার পরিধান বস্ত্র নাই। এবম্ভূত সগুণ ও নির্গুণব্রহ্ম মহারাজকে রক্ষা করুন। আর 'অমোঘাঃ ব্রাহ্মণাশিষ' পদের অর্থ এই আমরা ভাল ব্রাহ্মণ, অতএব আমাদের আশীর্ব্বাদ অব্যর্থ হবে সন্দেহ নাই।

রাজা। (হাসিতে হাসিতে) যে আজ্ঞে। (প্রণাম)

নৈয়া। রাজন! আমি নৈয়ায়িক পণ্ডিত। আমার আশীর্ব্বাদ শ্রবণ করুন। আমার আশীর্ব্বাদে আর ওরূপ নীরস বাক্যের ছড়া ছড়ি পড়াপাড় নাই।

"কান্তে! কোঽয়—মুদেতি? শীতকিরণো, জাতঃ কুতো? বারিধেঃ। ক স্ত্বেমো? মম সোদরং, কর মহো ধত্তে ত্বদীয় স্তনে?। ধন্যা ত্বং যুবতী সতী গুণবতী ভ্রাতাপি ধন্য স্তব ইত্থং কেলিপরিহাসপরয়া মুগ্ধো হরিঃ পাতু বঃ।"

অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে একদিন সন্ধ্যাসময়ে লক্ষ্মীনারায়ণ উপবিষ্ট আছেন।

এমন সময়ে, আকাশ-সরোবরে কুমুদিনী-নায়ককে প্রস্ফুটিত হোতে দেখে, নারায়ণ, লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা কল্লেন্ যে, কান্তে! এ কে উদিত, হচ্চে? তাতে শ্রীমতী লক্ষ্মী উত্তর কল্লেন, নাথ! ইনি শীতকিরণ অর্থাৎ চন্দ্র। তার পর নারায়ণ জিজ্ঞাসা কল্লেন, ভাল প্রিয়ে! ইনি তোমার কে হন? লক্ষ্মী উত্তর কল্লেন, নাথ। ইনি আমার সহোদর ভ্রাতা হন্। তখন নারায়ণ পরিহাস করে বল্লেন্, ধন্য তোমার ভ্রাতা। আর তোমার ন্যায় যুবতী সতীকেও ধন্য বাদ দি। তাতে লক্ষ্মী দেবী ভয়ে ও আশ্চর্য্যে একান্ত অভিভূতা হোয়ে, জিজ্ঞাসা কল্লেন, কেন নাথ! আপনি হঠাৎ এরূপ কথা আমাকে বল্লেন্? তখন নারায়ণ সস্মিত বদনে বল্‌তে লাগলেন্ যে, প্রিয়ে। কি আশ্চর্য্য! ইনি তোমার সহোদর ভ্রাতা হোয়েও তোমার স্তন মণ্ডলে কর প্রদান কর্ত্তে পারেন, এবং তুমিও সতী স্ত্রীলোক হোয়ে অনায়াসে তা সহ্য কর্ত্তে পাচ্চ, আর আমি, এই টুকু কথাতেও কি বল্‌তে পারিনে? ফলতঃ, মহারাজ। কর শব্দের দুই অর্থ, হস্ত ও কিরণ, তা বুঝেছেন? যা হোক্, এইরূপ পরিহাস বাক্যে মুগ্ধ যে শ্রীহরি, তিনি মহারাজকে রক্ষা করুন।

জ্যো। রাজন! আমি জ্যোতিষি পণ্ডিত। আমার আশীর্ব্বাদ শ্রবণ করুন। মহারাজ আমার আশীর্ব্বাদ শ্রবণ কল্লে, আমার গণনার যে কত দূর ক্ষমতা, তা অনায়াসেই বুঝতে পার্‌বেন।

"আঃ পাকং ন করোষি পাপিনি কথং? পাপী ত্বদীয়ঃ পীতা।

রণ্ডে। জল্পসি কিম্? তবের জননী রণ্ডা ত্বদীয়া স্বসা।

নির্গচ্ছস্ব শুভে! মদীয়সদনাৎ নেদং ত্বদীয়ং গৃহম্।

হা হা নাথ! মমাদ্য দেহি মরণং তং বক্তি যো রক্ষ স্মং।

রাজন। আমি গণনা করে দেখি যে, একজন সম্রাট আপন মহিষীর উপরে ক্রুদ্ধ হোয়ে শাস্তি দেবার অভিপ্রায়ে তাঁকে রন্ধনার্থ আদেশ করেন। মহিষী সেই আদেশ শ্রবণ করে, একজন কঞ্চুকীর ন্যায় সর্ব্বত্র বিচরণসমর্থ প্রসিদ্ধ কোনো কবিকে আহ্বান করে, স্বীয় দুঃখ প্রব শ করেন। তখন সেই কবিবর চাতুর্য্য অবলম্বন করে মহিষীর পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক রন্ধনার্থ স্বয়ং পাকশালায় গমন কল্লেন, এবং রন্ধনের সমুদায় আয়োজন করিয়ে, অগ্নি রহিত চুল্লির নিকটে উপবিষ্ট হোলেন। এবং সেই অনগ্নি চুল্লির উপরে একটি কটাহ স্থাপন পূর্ব্বক তাতে অপক্ব অন্ন ব্যঞ্জন সকল নিক্ষেপ করে দর্ব্বী দ্বারা অনবরত সংঘট্টন কর্ত্তে লাগলেন। অনন্তর মহারাজ যথা সময়ে আহারার্থ আগমন ক'রে রহস্য দেখ্‌বার অভিপ্রায়ে সেই রন্ধন শালায় গমন করেন। এবং আপন মহিষীকে ঐরূপ অবস্থায় ব্যর্থ ব্যর্থ দর্ব্বী চালন কর্ত্তে দেখে, একান্ত ক্রুদ্ধ হোয়ে বল্লেন "আঃ পাকং ন করোষি পাপিনি। রগং?' অর্থাৎ ওরে পাপিনি। তুই ব্যর্থ ব্যর্থ ই দর্ব্বী চালন কচ্চিস? পাক কচ্চিস নে? তখন ঐ মহিষী পরিচ্ছদধারী কবিবর উত্তর কল্লেন, "পাপী ত্বদীয়ঃ পিতা' অর্থাৎ আমি পাপিনী হবো কেন? তোর বাবা পাপী। তার পর, সম্রাট্ অত্যধিক ক্রুদ্ধ হোয়ে বলেন "রণ্ডে জল্পসি কিং?' অর্থাৎ রাঁড। কেন এরূপ অসম্বদ্ধ প্রলাপ কচ্চিস? তাতে মহিষী পরিচ্ছদধারী উত্তর কল্লেন "তবৈব জননী রণ্ডা ত্বদীয়া স্বসা" অর্থাৎ আমি রাড় কেন হবো, তোমার মা রাড, তোমার ভগিনী রাঁড। উঃ বল্‌ব কি, মহারাজ! এই কথা শুনেই তিনিত একেবারে ঘৃতাহুত অগ্নির ন্যায় জ্বলে উঠলেন এবং তাকে স্পষ্টই বলে ফেল্লেন "নির্গচ্ছস্ব শুভে। মদীয় সদনাৎ" অর্থাৎ তুই আমার বাটী হতে এখনই দূর হ। তার পর তিনি পুনশ্চ উত্তর বল্লেন "নেদং ত্বদীয়ং গৃহং" অর্থাৎ এ বাটী তোমার নয় অতএব তুমি আ [illegible] বার করবার কে?

রাজন! যে সম্রাট্ মহিষীপরিচ্ছদধারী সেই কবির নিকট এই কঠোর হৃদবিদারক উত্তর প্রাপ্ত হোয়ে, অবশেষে 'হা হা নাথ! হমাদ্য দেহি মরণম' অর্থাৎ "হা হা নাথ! আজ আমার মৃত্যু দাও" বলে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন, সেই মহারাজকে গ্রহগণের অধিপতি রক্ষা করুন।

রাজা। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! এ সম্রাট ত আমিই! আর আমারই মহিষীর সঙ্গেত এরূপ ঘটনা হয়। আমার কালিদাসই আমার মহিষীর পরিচ্ছদ ধারণ করে আমাকে এইরূপ উত্তর প্রত্যুত্তর প্রদান দ্বারা উত্যক্ত করেন। তাইত, এরূপ গুপ্ত সংবাদ এ ব্রাহ্মণ কি করে অবগত হোলো? এমন কি, আজ পর্য্যন্ত আমার কঞ্চুকীও জানেন কি না সন্দেহ। উঃ তবে ত, ইনি জ্যোতিষ শাস্ত্রের ক্ষমতা দেই এই সকল গুপ্ত কথা অবগত হোয়েছেন (প্রকাশে) ওহে ব্রাহ্মণ-বর! আমি তোমার গণনার ক্ষমতায় যথার্থই প্রীতি লাভ কল্লেম।

কবি। রাজন! আমি কবিরাজ। আমার আশীর্ব্বাদে যদিও ঐরূপ অলৌকিক ক্ষমতা দেখতে পাবেন না বটে, কিন্তু তাও বলি, আমার বর্ণনপাণ্ডিত্য সাধারণের বোধগম্য হবে না। শ্রবণ করুন।

> "ধরণ্যাং রক্তাব্জে, তদুপরি রম্ভাতরুযুগং
> তদূর্দ্ধে চেতোভূকনকমণিসিংহাসনময়ঃ।
> ততো নাস্তি কিঞ্চিৎ তদুপরি সুমেরোঃ শিশুযুগম্॥
> ততো রাকানাথ স্মুদিতবচনং ত্বাং রক্ষতাৎ।"

অর্থাৎ মহারাজের অন্তর্ব্বাটীর মধ্যে এমন কোনো বিশেষ স্থান আছে, যেখানে, দুটী রক্তকমল সময়ে সময়ে প্রস্ফুটিত হোয়ে থাকে। সেই রক্তকমল দুটির উপরে দুটি কদলী বৃক্ষ আছে। তার উপরে অনঙ্গ দেবের বসবার মণিময় সিংহাসন স্থাপিত আছে। তার উপরে আকাশ।

সেই শৃঙ্গের উপরে দুটী সুগোল সুমেরু পর্ব্বতের শাবক আছে। তার উপরেই চন্দ্রমা আছেন। মহারাজ! সেই চন্দ্রমা-নিঃসৃত হাব ভাব মধুর অমৃতস্যন্দিনী বাণী আপনাকে অমর করুক। কারণ আমাদের নিদান শাস্ত্রে লিখেছে "অমৃতং যুবতী ভার্য্যা"।

বৈদ্য। মহারাজ! আমাদিগকে বঙ্গদেশাধিপতি, আপনার আদেশ পত্র প্রাপ্ত হোয়ে অতি সমাদরে এখানে প্রেরণ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদিগকে গতরাত্রে শুভমুহূর্ত্তে রাজদ্বারে প্রবিষ্ট হোয়েও "প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ" হোয়ে কারারুদ্ধ হতে হোল।

রাজা। আমি আর্য্য কঞ্চুকীর মুখে তোমাদের সমস্ত ব্যাপারই অবগত হ'য়েছি। আর আমি কিছু শুনতে ইচ্ছা করি না। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! বঙ্গদেশে এতদূর বিদ্যার বিপরীত ফল। তবে ত কবিবর কালিদাস যা বলেছিলেন, তা সত্যই বটে। (প্রকাশে) তা যা হোক্, আপনারা এরূপ ক্ষমতাশালী হোয়ে, চেটীগণের সতীত্ব হরণে কেন সমুদ্যত হন?

বৈদ্য। রাজন্! এরূপ কথা আপনার বলা উচিত নয়। আমরা শরীরের এই সকল ক্লেদ ধৌত করবার জন্য চেটীগণের যৌবনসলিলে অবগাহন কত্তে যাই। রাজন! আর কিছু আমাদের দুরভিসন্ধি ছিল না।

রাজা। (জনান্তিকে সুদর্শনের প্রতি) অবশ্য, এঁরা আমার প্রার্থিত সেইরূপই পণ্ডিত বটেন্। (হাস্য) যা হৌক এক্ষণে তবে চেটীদের বিদায় কর, আর কেন?

মন্ত্রী। (ঈষৎ হাস্য সহ) রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য (চেটী গণের প্রতি) তোমরা সকলে প্রস্থান কর। প্রহরিগণ! তোমরাও যাও, আপন আপন দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত হও গিয়ে।

প্রহরী। যে আজ্ঞে।

[চেটীগণের ও প্রহরীগণের প্রস্থান।

রাজা। একি, আপনার হস্তে মৃত মনুষ্যের মস্তক না কি? না, আর কিছু?

জ্যো। আজ্ঞে, তা তা কি করা যায় বলুন্। গোমতীনদীতে এই ভূতটী জলমগ্ন হোয়ে একেবারে সর্ব্বনাশ উপস্থিত করে, তাই অর্দ্ধেক সংগ্রহ করে রেখেছি।

বৈদ্য। মহারাজ! আমরা কোনো কার্য্যই অশাস্ত্রীয় করি না।

রাজা। (জনান্তিকে) মন্ত্রিবর! একি, এরা কি সত্যই দস্যু? আমার এক্ষণে সম্পূর্ণ সন্দেহ হোচ্চে।

মন্ত্রী। নরনাথ! আমারও ঐরূপই বলে সন্দেহ হচ্চে। ওহে ব্রাহ্মণ! তোমরা কোন্ শাস্ত্রে এরূপ দস্যুবৃত্তি করবার ব্যবস্থা পেয়েছ?

বৈদ্য। কি আশ্চর্য্য! মহারাজ বিক্রমাদিত্য নরপতির মন্ত্রির মুখে এরূপ অর্ব্বাচীনের ন্যায় অশাস্ত্রীয় কথা? হুঁঃ হুঁঃ (হাস্য) ওহে মন্ত্রিবর! তুমি কি "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" এ বচনটাও শোন নি?

মন্ত্রী। ভাল, তাত হোলো। তার পর, আপনারা এই মনুষ্য-মস্তক কিরূপে সংগ্রহ কল্লেন্ বলুন?

জ্যো। মহাশয়! তবে আপনি আমাদের নিকটে পরাজিত হোলেন স্বীকার করুন্, তবে বল্তে প্রস্তুত আছি।

রাজা। ওহে তোমরা যেরূপ মহাপণ্ডিত, তাতে তোমাদের কাছে দেবতারাও পরাজিত হোয়ে থাকেন। অতএব আমার মন্ত্রী যে পরাজিত হবেন, তার আর বিচিত্র কি? যা হোক্, এক্ষণে তোমাদিগকে আমরা ঈশ্বরের শপথ দিচ্চি, তোমরা যথার্থরূপে বল, কোথায় দস্যুতা কর্ত্তে গিয়েছিলে? কোন্ নিরপরাধ প্রাণির মস্তক ছেদন করেছ? শীঘ্র বল। যদি বিলম্ব কর, তা হলে নিশ্চই তোমাদের যথোচিত দণ্ড হবে।

বৈদ্য। (কাঁপিতে কাঁপিতে) আজ্ঞে, মহারাজ! তবে বলি, শ্রবণ

রুকন। আমরা পথে আস্‌তে যখন গোমতী নদীতে অবতীর্ণ হই, তখন এই ভৃত্যটী জলমগ্ন হয়, সুতরাং সে সময় সর্ব্বনাশ উপস্থিত হোলো বিবেচনা করে আমরা এর এই অর্দ্ধেক ভাগ সংগ্রহ করে অপরার্দ্ধ ভাগ ত্যাগ করেছি। কারণ, শাস্ত্রে লিখেছে "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।"

কঞ্চু। ওঃ তাই বার বার এই শ্লোকটুকু আবৃত্তি করা হচ্ছিল এর এই অর্থ!! ভাল, নূতন শিক্ষে পেলোম, হাঃ হাঃ (হাস্য)।

রাজা। বটে। তবে আর আপনাদের দোষ কি। আপনারা যথার্থই গতরাত্রে পণ্ডিতের ন্যায় কার্য্য করেছেন। ভাল, আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনারা আমার সহিত ওরূপ অসময়ে সাক্ষাৎ কর্ত্তে কেন উদ্যত হন? আপনাদের বঙ্গদেশের শাস্ত্রে রাত্রিবাসেই কি রাজাদের সহিত সাক্ষাৎ করবার ব্যবস্থা আছে?

নৈয়া। আজ্ঞে, তা নয়। আমাদের জ্যোতিষি ভায়া জ্যোতিষ শাস্ত্রে মহাপাণ্ডিত। ইনি গণনা করে গতরাত্রে মাহেন্দ্রযোগটি বাহির করে দেন, তাই ওরূপ সময়ে সাক্ষাৎ কত্তে যাই, আর কিছু কারণ নাই

রাজা। ওঃ, তবে ত বুদ্ধিরই কার্য্য করেছেন, ওরূপ মাহেন্দ্রযোগ আর পাবেন কোথায়? তা যা হোক, এক্ষণে আপনাদের নাম কি বলুন, শ্রবণ করে পরিতৃপ্ত হই।

বৈদা। যে আজ্ঞে যে আজ্ঞে। তবে বলি, শ্রবণ করুন। মহারাজ! এ আশীর্ব্বাদকের নাম "রামগোবিন্দ শর্ম্মা" উপাধি "ন্যায়বাগীশ" ব্যবসা বেদান্ত শাস্ত্র। ফলতঃ আমি বেদান্ত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত।

রাজা। অবশ্য।

নৈয়া। রাজন। আমার নাম "গঙ্গাগোবিন্দ শর্ম্মা" উপাধি "বেদান্তসরস্বতী"। ব্যয় ন্যায়শাস্ত্র ও শ্রাদ্ধের সভায় সিংহের ন্যায়

যুদ্ধ করা। মহারাজ! বলতে কি, এ আশীর্ব্বাদক ন্যায়শাস্ত্রে অতুল্য পরাক্রমশালী।

রাজা। অবশ্য।

জ্যো। রাজন্! আমার নাম "কৃষ্ণকান্ত শর্ম্মা" উপাধি "বৈয়াকরণচঞ্চু"। ব্যবসা জ্যোতিষ্ শাস্ত্র সম্মত গণনা করা। মহারাজ! আমি গণনা শাস্ত্রে লীলাবতী তুল্য। এমন কি আমি নদ নদী ও সমুদ্রাদির জলেরও ক্ষেত্রপরিমাণের ন্যায় পরিমাণ করে দিতে পারি।

রাজা। অবশ্য। এরূপ লীলা দেখে, কে না আপনাকে লীলাবতী বল্‌বে?

কবি। রাজন্। আমার নাম, "অশ্বিনীকুমার শর্ম্মা" উপাধি "বিদ্যাসাগর"। ব্যবসা মৃত ব্যক্তির জীবনদান। মহারাজ। আমি চিকিৎসা শাস্ত্রে সাক্ষাৎ অশ্বিনীকুমারই হচ্চি। বলতে কি, এরা আমারই চিকিৎসায় পথে নিরাপদ হোয়ে এসেছেন।

সকলে। মহারাজ! তা যথার্থ, তা যথার্থ। ইনি যদি আমাদিগকে পক্ককুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করিয়ে না আন্‌তেন, তা হলে এতদিনে না জানি কি অবস্থা ঘট্‌তো।

রাজা। বটে! তবে ত ইনি তোমাদের প্রাণদাতা সাক্ষাৎ ঈশ্বরই হয়!

সকলে। আজ্ঞে, তা একবার করে।

কঞ্চু। (হাস্য) আয়ুষ্মন্। এও ত অল্প বস্ময়ের বিষয় নয়, যে এঁদের সকলেরই উপাধিগুলি বিপরীত। কারো স্বীয় স্বীয় ব্যবসায়ানুরূপ নয়। কি আশ্চর্য্য। যিনি নৈয়ায়িক, তাঁর উপাধি বেদান্ত সরস্বতী। যিনি বৈদান্তিক, তাঁর উপাধি ন্যায়বাগীশ।

রাজা। আর্য্য। আর বল্‌তে হবে না। আমি সমস্তই লক্ষ্য করেছি। এক্ষণে ইচ্ছা হয়, এর কারণ [illegible] সা করে জান্‌বেন।

বৈদ্য। মহাশয়! এ বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র দোষ নাই। কারণ, আমাদের বঙ্গদেশে এই উপাধিগুলি অজাগলস্তনস্বরূপ। মহা-রাজ! আমরা যখন টোলে অধ্যয়ন করবার জন্য প্রবিষ্ট হই, তখন টোলের ছাত্রগণকে এক সের করে মিষ্টান্ন প্রদান করতে হয়। তার সেই মিষ্টান্ন ভক্ষণে পরিতৃপ্ত হোয়ে আমাদের মনোমত এক এক উপাধি প্রদান করেন, সেই জন্যই এরূপ অব্যবস্থা হয়ে যায়।

রাজা। (হাস্য) তবে ত আপনাদের দেশে উপাধি গ্রহণ [illegible] অতি সহজেই সম্পন্ন হয়।

নৈয়া। আজ্ঞে, সে সুখটি আছে বটে।

মন্ত্রী। ওহে পণ্ডিতগণ! তোমাদের গলদেশে কি বাঁধা আছে?

রাজা। (মন্ত্রীর প্রতি) তাই ত। গলদেশে আ[illegible] কি [illegible] দেখ্‌চি।

বৈদ্য। আজ্ঞে, গলদেশে আপন আপন পুস্তক বন্ধন [illegible] রেখেছি [illegible]। আমরা ত তাঁর আপনাদের দেশের [illegible] পণ্ডিত নই। আমাদের বিদ্যা সকল কণ্ঠস্থ থাকে।

রাজা ও বয়স্য। (হাস্য) বটে, বটে, এইরূপেই বিদ্যা কণ্ঠস্থ [illegible] রাখতে হয় বটে। অবশ্য।

রাজা। আর্য্য! এক্ষণে তবে ইহাঁদিগকে অবস্থান করান গিয়ে, [illegible] বল, যখন নবরত্ন সভা হবে, সেই সময়ে যেন [illegible] হয়।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে।

[সকলেরই প্রস্থান।

যবনিকা পতন।